রূপ ভাইয়া তুমি কি সত্যি বিদেশে চলে যাবে – কথা

হুম যাব।কেন তোর কোনো সমস্যা ? – রূপ

রূপ ভাইয়া তুমি তো জানো আমি তোমাকে কত ভালোবাসি। প্লিজ তুমি যেয়ো না। তুমি গেলে আমি কিভাবে থাকবো বলো।প্লিজ রূপ ভাইয়া যেয়ো না – কান্না করতে করতে বললো কথাদেখ কথা তুই

এখনো ছোট তো ছোটর মতো থাক। ভালোবাসার বুঝিসই বা কি তুই এখন। আমি শুধু তোর এজটা আবেগ।যা কয়দিন পর কেটে যাবে। তো প্লিজ তুই এই পাগলামি বন্ধ কর – রূপ

রূপ ভাইয়া তুমি আমার আবেগ না। বিশ্বাস কর আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি -কথাদেখ কথা আমি বিরক্ত বিশ্বাস কর তোর উপর আমি

প্রচুর বিরক্ত। এখন যা তো আমার রুমে থেকে আমার এখনো প্রচুর কাজ বাকি – বলে রূপ কথাকে রুম থেকে বের করে দিয়ে রুমের দরজা বন্ধ করে দিলো।

আর কথা কান্না করতে করতে নিজের ঘরে চলে গেলো। সে বুঝে গেছে রূপ সত্যিই যাবে তাকে ছেড়ে। সে তো চলে গেলেই খুশি কারণ তখন আর কথা নামের কেউ

তাকে বিরক্ত করবে না। কিন্তু কথা। কথা কিভাবে থাকবে তার রূপকে ছাড়া। কথা এসব ভেবে আরো কান্না করতে লাগলো।আসুন আপনাদের রূপ আর কথার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। বাবা আরাভ চৌধুরী আর মা রুহি চৌধুরীর ছেলে রূপ চৌধুরী। রুপের একজন ছোট বোন আছে যার নাম আরশি চৌধুরী। রূপ এ বছর ইন্টার পরিক্ষা দিয়েছে।

তারপর এখন বাকি পড়ালেখা করার জন্য বিদেশে যাবে।আর অন্য দিকে আমান চৌধুরী আর নীলা চৌধুরীর একমাত্র মেয়ে হচ্ছে আলফা চৌধুরী কথা। বাসায় সবাই তাকে কথা বলেই ডাকে। কথা এই বছর নবম শ্রেণির ছাত্রী। আরশি আর কথা দুইজনেই একই সমান। দুজন চাচাতো বোন হওয়ার পাশাপাশি একে অপরের বেস্ট ফ্রেন্ড ও। আর

রূপ হচ্ছে কথার চাচাতো ভাই। আরাফ চৌধুরী আর আমান চৌধুরী দুইজনেই বিজনেসম্যান। তারা দুইভাই নিজেদের পরিবার নিয়ে একসাথেই থাকে মিলেমিশে।

পরিচয় পর্ব শেষছোট বেলা থেকেই কথা রূপকে অনেক পছন্দ করে। যখন থেকে ভালোবাসার মানে বুঝতে শিখেছে তখন থেকেই কথা রূপকে ভালবাসে। কিন্তু কোনো এক

কারণে রূপ কথাকে পছন্দ করে না। বেশিরভাগ সময়ই তাকে উপেক্ষা করে চলে রূপ।আচ্ছা রূপ ভাইয়া কি জানে তার এই অবহেলাগুলো কথাকে কত কষ্ট দেয়।এসব ভাবতে ভাবতেই কে জানি কথার ঘরের দরজায় নক করলো। কথা চোখ মুছে পরিপাটি হয়ে দরজা খুলতে এগিয়ে গেলো। কথা চায় না কেউ তার কষ্টের কথা জেনে মন খারাপ

করুক।দরজা খুলে কথা দেখলো দরজার অপাশে আরশি দাঁড়িয়ে আছে।সে হাসিমুখে বলতে লাগলো,

কি হয়েছে আরু। – কথা

এটা তো তোকে আমি জিজ্ঞেস করব।দিনেদুপুরে ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে আছিস কেন – আরশি

আরে এমনি। একটু মাথা ব্যাথা করছিল। তাই শুয়ে ছিলাম- কথা

অনেক মাথা বয়াথা তোর।মেডিসিন নিয়েছিস – আরশি

না তা আর লাগবে না। ব্যাথা অলরেডি কমে গেছে – কথা

আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে – আরশি

৩ দিন পর,ক্লাস শেষ করে বাসায় আসতে আসতে কথা আর আরশির ২ টা বেজে গেলো।

আজকে কত লেট হলো দেখলি কথু – আরশি

হুম।এক্সট্রা ক্লাস থাকলে যে লেট হবেই এটা কি তুই আজকে প্রথম জানলি আরু- কথা

আরে তা না – আরশিওদের কথার মাঝে সেখানে উপস্থিত নীলা চৌধুরী।তিনি বলতে লাগলো,

যা তোরা রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আয়। আমি তোদের খেতে দিচ্ছি – নীলা চৌধুরী

মা আজকে কি তোমার মন খারাপ নাকি যে মুখ এরকম ভার করে আছো।আর বড়মা কই – কথা

আপু। তার ঘরে। আসলে এতো আদরের রূপ এতো বছরের জন্য চলে গেলো বিদেশ। তাই আপুর প্রচুর মন খারাপ। রূপ বের হওয়ার সময় আপু প্রচুর কান্না করছে – নীলা চৌধুরী

মানে কি বলছো ছোট মা। ভাই চলে গেছে – আরশিহুম ২ ঘন্টা আগেই বাসা থেকে বের হয়েছে।এতক্ষণে তো মনে হয় ফ্লাইটে আছে – নীলা চৌধুরী

ভাই আমার সাথে দেখা না করে চলে গেলো – আরশি কাদো কাদো স্বরে বললো

রূপ ভাইয়ার না আরো কিছু দিন পর যাওয়ার কথা ছিল।তাহলে

আজকে হঠাৎ চলে গেলো কেনো? – কথা

জানিনা । কিন্তু ওর নাকি ওখানে কিছু কাজ আছে।তাই তারাতাড়ি যাওয়া লাগবে।ওকে আর কেউ না করেনি। ইশশ ছেলেটাকে আবার কতবছর পরে যে দেখবো – নীলা চৌধুরীআজকে একমাস হয়ে গেছে রূপের চলে যাওয়ার।সবাই ও আগের মত নিজ নিজ জীবনে ব্যস্ত

হয়ে পরেছে। যাওয়ার পর থেকে রূপ প্রায় রোজই বাসার সবার সাথে ভিডিও কলে কথা বলে। কিন্তু কথা ছাড়া। কথা রোজই রূপকে কল করে। কিন্তু রূপ রিসিভ করেনা। আজকে ও কথা রূপকে কল দিলো। প্রথমবারে রিসিভ না হলে ও দ্বিতীয় বারে কল রিসিভ করায় কথা প্রচুর খুশি হয়ে যায়।কথা বলতে লাগে,,

রূপ ভাইয়া তুমি কেমন আছো। জানো আমি একটু ও ভাল নেই তোমাকে ছাড়া। তুমি কেনো গেলে আমাকে ছেড়ে রূপ ভাইয়া – কথাফোনের অপর প্রান্তের মানুষটির কথা শুনে কথার হাত থেকে ফোনটি পরে যায়। চোখ দিকে জল গড়িয়ে পরতে লাগলো কথার।রূপ ফোন রিসিভ করায় যতটুকু খুশি হয়েছিল সে। এখন কথার তারথেকেও

অনেক বেশি কষ্ট হচ্ছে। এর জন্যই হয়তো রূপ ভাইয়া তাকে পছন্দ করতো না। ঠিক আছে সে আর কখনো বিরক্ত করবে না রূপ ভাইয়া। আর কখনো বলবেনা ভালোবাসি রূপ ভাইয়া। আজ থেকে কথা বদলে যাবে। আর কাউকে নিজের দূর্বলতার সুযোগ নিতে দিবেনা কথা।দেখতে দেখতে ৫ বছর পার হয়ে গেলো। কথা এখন

আর আগের কথা নেই। সে এখন বড় হয়েছে। তার সাথে সাথে অনেকটা বদলেও গিয়েছে। সকালে উঠে নাস্তা করার জন্য টেবিলে আসলে কথা দেখে সবাই আজকে অন্য দিনের তুলনায় একটু বেশিই খুশি। কথা জিজ্ঞেস করে,আজকে তোমরা সবাই এতো খুশি কেন? বাসায় কি আজকে কোনো প্রোগ্রাম আছে নাকি।আর আরু তুই এখনো

রেডি হলি না কেনো? ভার্সিটিতে যেতে তো লেট হয়ে যাবে – কথা
আজকে ভার্সিটি যাওয়ার কোনো দরকার নেই কথা – রুহি চৌধুরী
কেন বড়মা আজকে কি ? – কথাআরে আজকে ৫ বছর পর আমাদের রূপ দেশে আসছে। কতদিন পর দেখবো ছেলেটাকে। না জানি ওই দেশে একা থাকতে থাকতে নিজের কি অবস্থা করেছে

ছেলেটা। এমনি তো নিজের যত্ন নিতো না । আর ওখানে তো পুরা একা ছিল – নীলা চৌধুরী

উনার যত্ন করার মানুষের অভাব নেই মা। তোমরা শুধু শুধুই উনার জন্য টেনশন করছো – তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললো কথা

মানে – আমানকিছু না আব্বু। আচ্ছা আমার খাওয়া শেষ। আমি উঠি।পরে

আবার আমার ভার্সিটি যেতে লেট হয়ে যাবে – কথা

এ কি । তুই আজকেও ভার্সিটিতে যাবি কথু – আরশি

হুম আজকে একটা জরুরি ক্লাস আছে আরু। আমি ওটা মিস করতে চাইনা – কথা

আচ্ছা ঠিক আছে মামনি। চলো আমি তোমাকে ভার্সিটিতে পৌঁছিয়ে দেই – আমান চৌধুরী

না আব্বু লাগবেনা। আকাশ আসবে আমাকে নিতে – কথা

আচ্ছা মামনি সাবধানে যেও আর তারাতাড়ি বাসায় এসো – আরাফ চৌধুরী

জি বড় আব্বু – কথাকথা বাসা থেকে বের হতেই দেখলো আকাশ বাইক নিয়ে গেটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কথা গিয়ে বাইকে উঠে বসলো।

সরি সরি আমি ইচ্ছে করে লেট করিনাই – কথা

আচ্ছা বাবা ঠিক আছে সমস্যা নাই। লেট যখন করেছিস তো আজকে আমাকে ফুচকা ট্রিট অবশ্যই তুই দিচ্ছিস – আকাশ

কোনো ছেলে যে এত ফুচকা পাগল হয় আমি তোকে না দেখলে জানতামই না আকাশ।আচ্ছা ঠিক আছে এখন চল – কথাহুম আলু তুই

আমাকে ধরে বস। আমি ও চালানো শুরু করছি – আকাশ

দূর থেকে আকাশ আর কথাকে এতোটা ক্লোজ ভাবে দেখে যে একজনে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এটা ওদের জানা হলো না। ওরা চলে যেতেই লোকটি বলে উঠলো,,

তোমার অনেক কিছু জানার বাকি আছে কথা। আমার অপেক্ষা না করেই যে তুমি এতবড় একটা

সিদ্ধান্ত নিয়ে নিবা আমি ভাবিনি,হুম আলু তুই আমাকে ধরে বস। আমি ও চালানো শুরু করছি – আকাশ

দূর থেকে আকাশ আর কথাকে এতোটা ক্লোজ ভাবে দেখে যে একজনে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এটা ওদের জানা হলো না। ওরা চলে যেতেই লোকটি বলে উঠলো,,

তোমার অনেক কিছু জানার বাকি আছে কথা। আমার অপেক্ষা না

করেই যে তুমি এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিবা আমি ভাবিনি। আকাশ আর কথা ভার্সিটিতে ঢুকতেই তাদের দিকে একজন মেয়ে এগিয়ে আসলো। এসেই বলতে শুরু করলো,,

তোরা আসতে এত লেট করলি কেন – রিয়া

আমরা কখন লেট করলাম।আমরা তো ঠিক সময়ই এসেছি। – কথা

আমি আরো এক ঘন্টা আগে এসেছি। – রিয়াতুমি তো আসছো তোমার উনির সাথে ইটিশপিটিশ করতে। আমাদের তো আর কোনো উনি নাই তাই আমরা এক ঘন্টা পরেই আসি – বলে আকাশ হাসতে শুরু করলো। সাথে যোগ দিলো কথা ও।

দেখ আকাশ ভাল হচ্ছে না কিন্তু। আর ইটিশপিটিশ কি হুমম ? – রিয়া

ওরে তুমি তো দেখি শিশু বাচ্চা। কিছুই বুঝো না। তুই প্রেম করে আর এক সাপ্তাহ পরে বিয়ে ও করে ফেলবি। আমরা কি করলাম জীবনে – আকাশতোর মত খাটাশের সাথে কোন মেয়ে প্রেম করবে ? – কথা দেখ আলু এটা কিন্তু ঠিক না। আর তুই যেমন মিঙ্গেল। তুই ও তো আমার মতো সিঙ্গেলই। দুজনে

আমরা এক গোয়ালেরই গরু।- আকাশ

এটা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা শোন আজকে আমরা ক্লাস করবনা। – রিয়া

তো কি করবো আমরা? – কথা

আজকে আমরা সবাই একটু শপিং করতে যাবো। বিয়ের মাএ কিছু দিন বাকি। আচ্ছা আমি তো খেয়ালই করিনি অরু কোথায়? – রিয়াহ্যা

ঠিকই তো। অরু কোথায় রে আলু? আজকে আসেনি কেন? – আকাশ

আজকে ওর ভাই আসবে তাই আসেনি। তো চল আমরা শপিং এ যাই – কথা

হুম কথা তুই আকাশের সাথে যা। আমি রিয়ানের সাথে আসছি।- রিয়া

হ আমরা যাই দুজনে। তোমরা নিব্বা নিব্বির মত প্রেম করতে করতে আসো -আকাশ

(রিয়া হচ্ছে কথার আরেক বেস্ট ফ্রেন্ড।পুরো নাম রিয়া খান। রিয়ার বিয়ে আরো এক সাপ্তাহ পরে।আর রিয়ান হচ্ছে রিয়ান হবু বর। সাথে ওদের ভার্সিটির টিচার। বাকিটুকু গল্পে জানতে পারবেন)

অন্য দিকে,চৌধুরী বাড়িতে সকলে মেতে উঠেছে রূপকে নিয়ে। রূপ ও সবার সাথে খুশি মনে মেতে উঠেছে। আরশি বললো,

ভাই – আরশি

হুম বল – রূপ

তুমি আমার জন্য কি নিয়ে আসছো – আরশিএই যে তোর আস্ত জলজ্যান্ত ভাই আমি নিজে এসেছি তোর জন্য। তোর আর কি চাই হুম – রূপ

তাও তো আসছোই। কিন্তু তুমি যে আসছো সেই উপলক্ষে আমার গিফট কই – আরু

আচ্ছা ঠিক আছে। তোমাদের সবার জন্য আমি গিফট এনেছি।সবাই বসো তোমাদের দেখাচ্ছি – রূপ

রূপ একে একে সকলের হাতে তাদের জন্য আনা গিফট দিলো। তারপর বলতে লাগলো,

তোমাদের সবার ভাল লেগেছে তো?

– রূপএসবের কি কোনো প্রয়োজন ছিল রূপ। আমাদের ছেলে যে এসেছে এতেই তো আমরা কত

খুশি। আমাদের আর কি চাই – নীলা চৌধুরী

ঠিক বলেছিস ছোট। – রুহি চৌধুরী

প্রয়োজন অপ্রয়োজন কি হুম।তোমরা সবাই হচ্ছো আমার ভালোবাসার মানুষ। আর ভালোবাসার মানুষদের তো গিফট দেওয়াই যায় – রূপভাই সব ঠিক আছে। কিন্তু – আরশি

কিন্তু আবার কি ? তোর কি গিফট পছন্দ হয়নি – রূপ

না তা নয়।গিফট আমার অনেক ভাল লেগেছে কিন্তু তুমি তো সবার জন্য কিছু না কিছু আনলে তো কথার জন্য কি কিছু নিয়ে আসো নাই ? – আরুশি

না। – রূপগিফট না এনেই ভাল করেছো ভাইয়া।আসলে আমি সবার থেকে গিফট জিনিসটা নিতে পছন্দ করিনা।যদি আনতে তাহলে তা তোমাকে ফিরিয়েই দিতাম।তো তার

থেকে এটাই ভালো হয়েছে তুমি গিফট আনোনি। মা আমি বাইরে থেকে লান্স করে এসেছি তো এখন আর কিছু খাবনা। আর আরু তুই একটু আমার রুমে আসিস তোর কিছু জিনিস আমার কাছে – বলে কথা তার নিজের ঘরে চলে গেলো। ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে কথা ভাবতে লাগলো কিছুক্ষণ আগের কথা। শপিং শেষে সবাই যে যার

বাসায় চলে যায়। কথা ড্রইংরুমে প্রবেশ করেই শুনতে পেলো আরু আর রুপের কথোপকথন।আগের কথা হলে হয়তো সে এখন কিছু বলতো না। নীরবে রুমে এসে কান্না করতো।কিন্তু সে তো এখন বদলে গিয়েছে। সে আর আগের কথা নেই।তার মন এখন আর রূপ নামের মানুষ টার উপর দূর্বল না। তাই তো জবাব দিয়ে এসেছে রূপের

কথার।এসব কিছু ভেবে কথা গোসল করে এসে বিছানায় শুয়ে পরলো। শপিংমলে ঘুরতে ঘুরতে সে পুরো ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে।সন্ধ্যা সময় ঘুম ভাঙতেই কথা ফ্রেশ হয়ে নিচে চলে গেলো। গিয়ে দেখলো রূপ আরশি বড়মা আর মা আড্ডা দিচ্ছে। কথা সেদিকে পাত্তা না দিয়ে কিচেনে চলে গেলো। গিয়ে নিচের জন্য এক কাপ কফি বানালো।

তারপর রুমে আসতে লাগলো।তকন তাকে আরশি দেখে বললো,

কথু আয় এখানে সবাই আড্ডা দিচ্ছি। -আরশিনা আমার ভাল লাগছে না রুমে যাবো। ভাল লাগলে পরে আসবো- বলে কথা রুমে চলে গেলো

আমার মেয়েটা যে কেন এমন হয়ে গেলো বুঝি না। এক সময় যে মেয়ে পুরো চৌধুরী বাড়ি মাতিয়ে রাখতো।

এখন সে রুমে থেকেই বের হতে চায় না – নীলা চৌধুরী

হুম এটা আমি ও লক্ষ্য করেছি আগে তাও ঘরে থেকে অত্যন্ত বের হতো। এখন তো প্রয়োজন ছাড়া বেরই হয়না।কখন আসে কখন যায় তাও জানিনা। – রুহি চৌধুরীকিছু তো একটা হয়েছে কথুর। কিন্তু ও কাউকে বলছে না। আগে তো আমাকে সবকিছু বলতো। এখন

আমার সাথে ও ওর কেমন জানি একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। এখন ও কারোর সাথেই কথা বলেনা।মোটামুটি যাই একটু আকটু বলে তাও আকাশের সাথেই বলো – আরশিরূপ সবকিছু লক্ষ্য করলো। কথা সত্যি অনেক বদলে গিয়েছে। আগে যে কথা প্রতিমুহূর্ত রূপ ভাইয়া রূপ ভাইয়া করে তাকে পাগল করতো। এখন সে কথা এতদিন পর

আসার পরেও এতক্ষণে তার সাথে ভালো মন্দ কোনো কথাই বলেনাই। হয়তো সত্যি কথা বদলে গিয়েছে। রাতে ডিনার টাইমে রুহি চৌধুরী রূপকে বলে কথাকে ডেকে নিয়ে আসতে। আজকে সবাই একসাথে খাবার খাবে। রূপ ও যায় কতার রুমে। দরজায় গিয়ে নক করতেই কথা ভেতর থেকে বলে –

মা আমি খাবনা। – কথাআমি চাচী না আমি রূপ।দরজা খুল কতা আছে – রূপ

কথা দরজা খুলে দেয়। রূপ রুমের ভিতরে চলে আসে। তারপর দরজা বন্ধ করে দেয়।কথা বলে উঠে,

কি ব্যাপার ভাইয়া কি বলবা আর দরজা কেন বন্ধ করলে? – কতা

খেতে যাবি না কেন? – রূপখিদে লাগেনি তাই খাবনা। তুমি এখন যাও আমি ঘুমাবো – কথা

হঠাৎই রূপ কথাকে দেওয়ালের সাথে চেপে ধরে বলতে লাগে,

সমস্যা কি তোর? আসার পী থেকেই আমাকে ইগনোর করছিস। ভাল লাগছে না কিন্তু আমার – রূপ

আমাকে ছাড়ো ভাইয়া।আমাকে ধরার অধিকার কোথায় পেলে তুমি। ছাড়ো আমাকে ।- কথা

রূপ আরেকটু চেপে ধরে কথাকে আর বলে,আমার মাথা গরম করো না। আমি একবার রেগে গেলে কিন্তু ফল ভাল হবেনা – রূপ

ভাইয়া তুমি যা মন চায় তাই কর। আর আমার রুম থেকে বেরোও – কথা

তুই এখনি নিচে যাবি আমার সাথে। নাহলে – কথার মুখের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বললো রূপ

নিচে থেকে রুহি চৌধুরী রূপ বলে ডাকতেই কথার কাছে থেকে সরে দাঁড়ালো রূপ। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে কথাকে উদ্দেশ্য করে বললো,

এখনি নিচে আয় তুই। নাহলে আমি আবার আসবো। তখন কোলে করে

নিচে নিয়ে যাব – বলে রূপ নিচে চলে গেলোনিচে থেকে রুহি চৌধুরী রূপ বলে ডাকতেই কথার কাছে থেকে সরে দাঁড়ালো রূপ। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে কথাকে উদ্দেশ্য করে বললো,

এখনি নিচে আয় তুই। নাহলে আমি আবার আসবো। তখন কোলে করে নিচে নিয়ে যাব – বলে রূপ নিচে চলে গেলো।রূপ নিচে যাওয়ার সাথে

সাথে কথা আবার রুমের দরজা বন্ধ করে দিলো।যাবেনা সে নীচে।কেন যাবে সে ? সে কি রূপকে ভয় পায় নাকি।মোটেও না কথা রূপকে একটু ও ভয় পায়। লোকটা নিজেকে কি যে ভাবে আল্লাহই জানে। কি করে সাহস পায় সে কথাকে স্পর্শ করার। কি যে চাচ্ছে লোকটা তা কথার মোটেও বোধগম্য হচ্ছে না।কথা চায় না রূপকে নিয়ে ভাবতে। রূপকে

নিয়ে তার মনে যে সব অনুভূতি ছিল সেগুলো গভীর রাগ আর অভিমানের মাঝে চাপা পরে গিয়েছে। কথা আর ভাবতে চাচ্ছে না কিছুই। ঘড়িতে দেখলো দশটা বেজে গেছে রাত।সে ঘরের লাইট বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পরলো।রাত ২ টা বাজে। চারিদিক নীরব হয়ে রয়েছে। মাঝেমধ্যে দুই একটা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। শীত কাল চারিদিকে কুয়াশা। এমন

সময় কথার রুমের বেলকনি দিয়ে ভিতরে ঢুকলো একজন লোক। লোকটি আর কেউ না সে হচ্ছে রূপ। রূপ রুমে ঢুকে দেখলো কথা ঘুমিয়ে আছে। গায়ের কম্বল অন্য পাশে পরে আছে। কথাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে তার শীত লাগছে। তাই রূপ গিয়ে কথার গায়ের উপর কম্বলটা সুন্দর করে দিয়ে দিলো। তারপর কথার মাথায় হাত বুলাতে

বুলাতে বলতে লাগলো,হয়তো তোর জানায় ভুল ছিল নয়তো আমার কাজে ভুল ছিল।এত টা যে বদলে যাবি এটা আমি বুঝিনি।আঘাতটা হয়তো খুব বেশিই দিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আমি নিজ ইচ্ছেতে এসব করিনি।তোর জন্যই যে সব করেছি। আমার উপর তোর এত এত রাগ এত এত অভিমান তৈরি হয়ে গেছে তাই না। কিন্তু আমি যে নিরুপায়

ছিলাম।অনেক হয়েছে এখন থেকে আমি আর কোনোরকম ছাড় দিব না। দরকার পরলে জোর করে তোকে নিজের সাথে বেধে রাখবো। আমি তোকে পাওয়ার জন্য সবকিছু করতে পারি কথা। – কথাগুলো এক নাগাড়ে বলে থামলো রূপ

তারপর কিছু সময় মাথার পাশে বসে থেকে। কথার কপালে একটি ভালোবাসার পরশ একে দিয়ে রূপ

আবার বেলকনি দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলো।সকালে আরশির ডাকে ঘুম থেকে উঠে কথা। বিরক্ত নিয়ে আরশির উদ্দেশ্য কথা বলে,

কি সমস্যা অরু তোর। আজ তো ভার্সিটি বন্ধ। তো এই শীতের মধ্যে এত সকালে উঠালি কেন। সর যা আমি ঘুমাবো। – বলে কথা আবার শুয়ে পরলো

আরু কথাকে টেনে উঠিয়ে বলতে লাগে,,

৮ টা বেজে গেছে কথা – আরশিহুম তো – কথা

আজকে কি – আরশি

আজকে শুক্রবার। আর কি – কথা

আরে বাবা। আজকে আমাদের কি প্ল্যান ছিল সব ফ্রেন্ড দের – আরশি

কি জানি মনে নেই আমার – কথাআরশি উঠে গিয়ে এক গ্লাস

পানি নিয়ে এসে কথার মুখের উপর ঢেলে দিয়ে বলতে লাগলো,

এখনো কি তোর ঘুম পাচ্ছে কথু – আরশি

অরুর বাচ্চা আমি তোকে খুনই করে ফেলবো আজ। তুই আমার ঘুমের মার্ডার করেছিস।আজকে আমিও তোকে মার্ডার করে ফেলবো – কথাআমার কোনো দোষ নেই। আকাশ তোকে কল দিচ্ছে। রিসিভ

কর ও তোকে সব বলবে। আজকে যে কতগুলো বকা খাবি তুই কথু – বলে হাসতে হাসতে রুম ত্যাগ করলো আরশি

কথা ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলো ফোন বন্ধ। ফোন অন করতেই স্কিনে ভেসে উঠলো আকাশে ৪০+ কলের আর অসংখ্য মেসেজের নোটিফিকেশন।তাই কথা আবার আকাশকে কল ব্যাক করলো। সাথে

সাথে রিসিভ করলো আকাশ,কতগুলো কল করেছি আর মেসেজ দিয়েছি – আকাশ

সরি রে আমি ঘুমে ছিলাম – কথা

তো ঘুমে থাকলে কি এতগুলো কলের শব্দ কানে যায় না – আকাশআরে এটা কখন বললাম। আমাকে অরু মাএ ঘুম থেকে উঠালো।তারপর ফোন হাতে নিয়ে দেখি ফোন বন্ধ তারপর ফোন চালু

হওয়ার সাথে সাথে তোকে মেসেজ দিলাম।এখন বল এখানে কি আমার কোনো দোষ আছে – কথা

না, তোর কি কখনো কোনো দোষ থাকতে পারে।সব দোষ হচ্ছে আমার তাই না – আকাশ

আরে বাবা আর রাগ করতে হবে না।এখন বল তো আজকে কি আর তোরা দুজন কেন আমার ঘুমটাকে মার্ডার করলি।- কথাআরে তুই না

নিজেই প্ল্যান করলি আজকে আমরা সব ফ্রেন্ড রা মিলে ঘুরতে যাব।তুই কিভাবে ভুলে গেলি এটা? – আকাশ

ও আচ্ছা মনে পরছে। তো কখন বের হবি – কথা

১০ টায় বের হয়ে একটু ঘুরবো। তারপর লান্স করবো বাইরে। তারপরে ঘুরবো আর সেই সাথে রিয়ার বিয়ের জন্য আমাদের বাকি

শপিংগুলো ও করে ফেলবো বুঝলি

– আকাশ

আচ্ছা ঠিক আছে।এখন যাই টাটা –

কথা

হুম টাটা – আকাশকথা বলা শেষে কতা ফ্রেশ হয়ে নিচে নামলো। এতক্ষণে সবার ব্রেকফাস্ট করা শেষ কথা জানে।আব্বু আর বড়আব্বু অফিসে চলে গেছে। তাদের সাথে রূপও অফিসে চলে গেছে। সেই

কারণে কথা নিশ্চিন্তে নিচে আসলো। কিন্তু নিচে আসতেই তার ভাবনা ভুল প্রমাণিত হলো।কারণ রূপ ড্রইংরুমে সোফায় বসে আছে। পরনে তার অফিসের ড্রেস।কিন্তু ও এখনো অফিসে যাইনি কেন সেটা কথা জানেনা।রূপকে বসে থাকতে দেখে ও কথা সেদিকে পাত্তা না দিয়ে কিচেনে চলে গেলো। কথাকে দেখে রুহি চৌধুরী বললো,রাতে

খেতে আসলি না কেন মা? – রুহি চৌধুরী

আসলে বড়আম্মু খেতে ইচ্ছে করছিলো না তাই আর আসিনি। কিন্তু এখন খিদের জন্য আমার পেটে ইঁদুর দৌড়াচ্ছে। – কথা

টেবিলে তোমার কাবার রাখা আছে। আমি কিছুক্ষণ আগে রেখে এসেছি। গিয়ে খাওয়া শুরু করো আমি কফি নিয়ে আসছি – নীলা চৌধুরী

ওকে আম্মু – কথাব্রেকফাস্ট শেষে কথা ছাদে চলে গেলো। ছাদে গিয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে নিজের পছন্দের একটি গান ছেড়ে বসে পরলো। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরই কথা বুঝতে পারলো তার পাশে কেউ বসে আছে।পাশে তাকাতেই দেখতে পেলো রূপকে।

তুমি এখানে কি করছো ভাইয়া – কথা

তোর জন্যই আসছি। তুই কালকে রাতে আমি বলার পর ও খেতে আসিসনি কেনো। আমার কথার কি কোনো দাম নেই তোর কাছে – রূপনা নেই। – বলে কথা ওখানে থেকে চলে আসতে নিবে তখনই রূপ তার হাত ধরে তাকে আটকিয়ে ফেললো।

কথাকে নিজের কাছে নিয়ে এসে বলতে লাগলো,

আমার কথার অবাধ্য হওয়া আমি মোটেও পছন্দ করি না। তুই বার বারই সেই একই ভুল করছিস কথা – রূপ

তুমি আমার হাত ছাড়ো। কোনো রকম অধিকার নেই তোমার আমার হাত ধরার – কথা

তোর উপর যদি কারোর অধিকার থাকে সেটা শুধুই আমার।তো দ্বিতীয় বার আমার অধিকার নিয়ে কথা

বলার আগে ভেবে নিস কার কাছে কি বলছিস – রূপকল্পনার জগত থেকে বের হন মিস্টার রূপ চৌধুরী। আমি সেই আগের কথা নেই যে আপনার শত অবহেলা অপমানের পরে ও আপনার পিছু পিছু ঘুরবো। আজকের কথা আর আগের কতার মাঝে প্রচুর তফাত । যা আপনি ধীরে ধীরে খুব ভাল ভাবে বুঝে

যাবেন।জাস্ট ওয়েট এন্ড সি মিস্টার রূপ চৌধুরী -কথা

রূপ আর কিছু না বলে কথার হাতটা ছেড়ে দিলো। ছাড়া পাওয়ার সাথে সাথে কথা নিজের রুমে চলে গেলো। কিন্তু রুমে ঢুকতেই কথা দেখলো সেখানেকল্পনার জগত থেকে বের হন মিস্টার রূপ চৌধুরী। আমি সেই আগের কথা নেই যে আপনার শত অবহেলা অপমানের পরে ও

আপনার পিছু পিছু ঘুরবো। আজকের কথা আর আগের কতার মাঝে প্রচুর তফাত । যা আপনি ধীরে ধীরে খুব ভাল ভাবে বুঝে যাবেন।জাস্ট ওয়েট এন্ড সি মিস্টার রূপ চৌধুরী -কথারূপ আর কিছু না বলে কথার হাতটা ছেড়ে দিলো। ছাড়া পাওয়ার সাথে সাথে কথা নিজের রুমে চলে গেলো। কিন্তু রুমে ঢুকতেই কথা দেখলো তার

বিছানার উপর একটি ব্যাগ রাখা রয়েছে। কথা এগিয়ে গিয়ে ব্যাগটা খুলতেই দেখতে পেলো তার ভিতরে আরো দুইটি ব্যাগ আছে। প্রথম ব্যাগটি খুলে কথা পেলো একটি হলুদ রঙের শাড়ি।শাড়িতে খুব সুন্দর করে ওয়েল পেইন্ট করা। শাড়িতে প্রথম দেখায় যে কারোরই মনে ধরে যাবে। এত অপূর্ব দেখতে শাড়িটা।সাথে রয়েছে শাড়ির সাথে

মিলানো কিছু জুয়েলারি।একগুচ্ছ হলুদ আর লাল রঙ মিশ্রণের চুড়ি। আর দ্বিতীয় ব্যাগের ভিতর ছিল দুই বক্স চকলেট। তাও কথার পছন্দের চকলেট।কথা হাতে নিয়ে ভাবতে লাগলো এগুলো কে দিলে আবার। তখনি রূপের কথার ঘরের দরজার পাশে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে বলে উঠলো,এত ভেবে লাভ নেই।এগুলো আমিই দিয়েছি – রূপ

মানে। আপনি কেন দিলেন এসব – কথা

আমার ইচ্ছে হয়েছে তাই দিয়েছি – রূপ

কথা জিনিসগুলো ব্যাগের ভিতর ভরে রূপের কাছে এসে এগিয়ে দিয়ে বললো,

সরি ভাইয়া আমি এসব নিতে পারবো না – কথাকেন? কারণটা কি জানতে পারি? – রূপ

আমি সব মানুষের থেকে গিফট নিতে লাইক করি না – কথা

আমি কি তোর পর নাকি যে নিতে পারবি না – রূপ

এখানে পর বা আপনের কথা হচ্ছে না। এখানে মূল কথা হচ্ছে আমি নিতে পছন্দ করি না গিফট আশা করি বুঝবে – কথাআচ্ছা ঠিক আছে আছে তোর কথা মানলাম। কিন্তু

ভাই হিসেবে তো গিফট টা নিতেই পারিস তাই না – রূপ

আচ্ছা ঠিক আছে – কথা।

ওদের কথার মাঝে সেখানে আরশি এসে উপস্থিত হলো।রূপ আর কথাকে একসাথে দাড়িয়ে থাকতে দেখে আরশি প্রশ্ন করলো,

ভাইয়া তুমি এখানে কি করছো? – আরশিএকটা কাজে এসেছিলাম।

কিন্তু তুই এরকম রেডি হয়ে এ অসময়ে কোথায় যাচ্ছিস – রূপ

আসলে আজকে একটু ঘুরতে যাব বাহিরে আমরা ফ্রেন্ড রা। – আরশি

আচ্ছা ঠিক আছে সাবধানে যাবি আর তারাতাড়ি বাসায় ফিরে আসবি – বলে রূপ চলে গেলো

তুই এখনো রেডি হসনি কেনো কথা? – আরশিআরে আর বলিস না

আমি তো ঠিকই করতে পারলাম না যে কোন ড্রেস পরবো – কথা

তোর হাতে এটা কি কথা? – আরশি

আরে এটা আমাকে রূপ ভাইয়া গিফট করেছে – কথা

ওয়াও শাড়িটা সুন্দর তো – আরশিহুম।আচ্ছা তুই ভেতরে আয় আমাকে ড্রেস পছন্দ করতে সাহায্য কর – কথা

তারপর আরশি একটা ড্রেস বের করে কথাকে দিয়ে বললো এই ড্রেসটা পড়। এটা তোকে অনেক মানাবে – আরশি

আচ্ছা ঠিক আছে আমি চেঞ্জ করে আসছি। তুই ড্রয়ারের ভেতর থেকে এটার সাথে মেচিং হবে এরকম কোনো ঝুমকো বের কর – বলে কথা ওয়াশরুমে চলে গেলো।

রেডি হয়ে বাসা থেকে বের হতে হতে আরশি আর কথার বারোটা বেজে গেলো। গাড়িতে গিয়ে বসতেই আকাশ আর রিয়াকে নিজের দিকে রাগি দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে কথা বললো,সরি সরি আর হবেনা কখনো লেট – কথা

এই কখনো যে কবে আসবে এটা আল্লাহই ভাল জানে – আকাশ

আকাশের কথা শুনে রিয়া আর আরশি হাসতে শুরু করলো।

হয়েছে হয়েছে আমি লেট করেছি সব ঠিকই দেখলো।এখন যে আকাশ ড্রাইভিং শুরু না করে সময় নষ্ট করছে এটা কেউ দেখে না। – কথাপেত্নীর নানী তুই কি কখনো ভাল হবিনা? – আকাশ

আমি যথেষ্ট ভাল। আর ভাল কিভাবে হবো? – কথা

হইছে আম্মা আব্বা। তোরা দুইটা থাম। তোরা এখন ঝগড়া শুরু করলে আমার আর আরশির সারাদিন গাড়িতেই কেটে যাবে – রিয়া

হুম ঠিক আছে। কিন্তু আমি ঝগড়া করি না। সব ঝগড়া এই ডাইনি মহিলা করে – বলে আকাশ গাড়ি ড্রাইভ করা শুরু করলোকথা আকাশের কথা পাত্তা না দিয়ে

আরশি আর রিয়ার সাথে গল্প শুরু করে দিলো। শপিংমলের সামনে এসে আকাশ গাড়ি দাঁড় করালো। আর বলতে লাগলো,

আমার আজকে শিক্ষা হয়ে গেছে বাপু এমন ভুল আর আমি জীবনে কোনোদিন ও করবো না – আকাশ

ভুল তো তুই সারাজীবন করেই এসেছিস। আর বাকি জীবন করেই যাবি। কিন্তু আজকে হঠাৎ আবার

তুই কি ভুল করলি – কথাআরে তোদের মত তিন বাঁচাল মহিলাকে গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে এসেছি এটাই মনে হয় আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল – আকাশ

কি বলতে চাচ্ছিস সেটা ক্লিয়ার করে বল তুই – আরশি

আরে তোরা তিনজন যে পরিমাণ বাঁচাল। আজকে আমার কানের সব পোকা মরে গেছে – আকাশ

নিজে যে এতগুলো কথা বললি তার কি – রিয়া

আরে তুই জানিস না রিয়া আকাশ তো কথাই বলতে পারেনা। আবার এত কথা কিভাবে বলবে ? – কথা

আলুর বাচ্চা আলু – আকাশআমার এখনো বিয়েই হলো না বাবু কই থেকে আসলো আমার – কথা

হইছে বাবা তোরা থাম সবাই। আর ভিতরে চল শপিং মলের এখনো

আমাদের হলুদের শাড়ি আর পাঞ্জাবি ঠিক করা বাকি বিয়ের মাএ পাঁচ দিন বাকি – আরশি

হুম চল – আকাশপ্রথমে সবাই গেলো আকাশের জন্য পাঞ্জাবি কিনতে। পাঞ্জাবি কেনা শেষ হতেই সবাই শাড়ি দেখা শুরু করলো। এক দোকানের প্রায় সব শাড়ি দেখার পরই মেয়েদের একজনের ও কোনো শাড়ি পছন্দ হয়নি। তাই

বের হয়ে অন্য দোকানে যেতে লাগলো। তখন আকাশ বললো,

এখন দোকানে না গিয়ে চল আগে হোটেলে যেয়ে লান্স শেষ করি। তারপর শাড়ি দেখবো কেমন – আকাশ

হুম ঠিক বলেছিস আমার অনেক খিদে লেগেছে – রিয়া

আচ্ছা চল সবাই – আরশিলান্স শেষ করে সবাই আবার নানা দোকানে

শাড়ি দেখতে শুরু করলো। কোনো মতেই কারোর শাড়ি পছন্দ হচ্ছিল না। তাই আকাশ বললো এবার সবার জন্য ও শাড়ি ঠিক করবে। মেয়েরা ও আকাশের কথায় রাজি হয়ে গেলো। তারপর আকাশ সবাইকে শাড়ি পছন্দ করে দিলো। আরশি রিয়া আর কথার শাড়ি একই কিন্তু রঙ ভিন্ন। কথার শাড়ি হলুদ রঙের,রিয়ার শাড়ি সবুজ রঙের আর

আরশির শাড়ি লাল রঙের। শাড়ি কেনা শেষে সবাই ঘুরে ঘুরে নিজেদের বাকি টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনতে লাগলো।আকাশের একটা কল আসায় সে সবাইকে বলে শপিংমলের বাইরে চলে গেলো। ঘুরতে ঘুরতে কথা দেখতে পেলো রূপ একটি মেয়ের সাথে শাড়ির দোকানে ঢুকলো। কথা রূপকে দেখে সেদিকে এগিয়ে গেলো। রূপ নিজে

মেয়েটাকে শাড়ি পছন্দ করে দিলো। তারপর দুজনে ঘুরে ঘুরে আরে কিছু জিনিস কিনলো। কথার নজর রূপ আর সেই মেয়েটার দিকেই ছিল সবসময়। কেনাকাটা শেষ হতেই রূপ আর মেয়েটি চলে গেলো। তখনি আকাশ এসে কথার পাশে দাঁড়ালো।কথা আকাশকে বললো,আমার আর ভাল লাগছে না

আকাশ আমি অনেক ক্লান্ত। বাসায় যাব – কথা

কি হইছে? তোর কি শরীর খারাপ লাগছে বল আমাকে – আকাশ

না আমি সম্পূর্ণ ঠিক আছি। শুধু একটু ক্লান্ত লাগছে আর মাথা ব্যাততা করছে – কথা।

ঠিক আছে তুই নিচে যা। গিয়ে গাড়িতে বস আমি ওদের দুজনকে নিয়ে আসি – আকাশ

আচ্ছা – কথাবাসায় আসতে আসতে সন্ধ্যা ৭ টা বেজে গেলো।বাসায় এসে জানতে পারলো রূপ বাসায় নেই। কোন প্রয়োজনে জানি বাইরে গিয়েছে। কথাটি শুনো কথার মুখে ফুটে উঠলো তাচ্ছিল্যের হাসি। সবার সাথে কথা বলে সে কথা রুমে আসলো।তারপর ভাবতে লাগলো রূপ আর মেয়েটার কথা। সে একা একাই বলতে লাগলো,

তাহলে এটা তোমার সেই যোগ্য মেয়ে তাই তো রূপ ভাইয়া। হুম সত্যি সে অনেক সুন্দরী। তোমার পাশে তাকে অনেক মানাবে। আর আমি হ্যা আমার তো কোনো যোগ্যতাই নেই তোমার পাশে দাঁড়ানোর। এই কারণেই বদলে গেলাম।তুমি যে কি চাচ্ছো আমি বুঝতে পারছি না। কেন হচ্ছে আমার সাথে এসব – বলে কথা

কান্না করতে লাগলোকথা ঘড়ির দিকে তাকাতেই দেখলো ৯ টা বাজে। তাই সে ওয়াশরুমে চলে গেলো ফ্রেশ হতে। ফ্রেশ হয়ে বের হবার পর সে যে জিনিসগুলো কিনেছিল সবকিছু গুছিয়ে রেখে রুম থেকে বের হয়ে গেলো। আরশির রুমে গিয়ে দেখলো আরশি কার্টুন দেখছে। তাই কথা বলতে লাগলো,অরু অরু – কথা

হ্যা কি হয়েছে বল – আরশি

আজকে রূপ ভাইয়া অফিসে কেন যায়নি। বাবা আর বড়বাবা তো ঠিকই অফিসে গিয়েছে। তাহলে রূপ ভাইয়া কেনো যায়নি? – কথা

তুই কি পাগল কথা – আরশিকেন আমি পাগল কেন হবো। কোন খুশিতে আমি পাগল হবো সেটা তো বল – কথা

কোন খুশিতে পাগল হবি। আমি সেটা জানিনা। কিন্তু তুই যে পাগল হয়ে গিয়েছিস এটা আমি সিউর – আরশি

কেন ? – কথা

আজকে ভার্সিটি বন্ধ কেন এটা বল তো দেখি – আরশিআরে তুই জানিস না আজকে শুক্রবার তাই ভার্সিটি বন্ধ। ও আচ্ছা এক মিনিট আজকে তো শুক্রবার – কথা

জি আজকে শুক্রবার। এতক্ষণে যে আপনি এটা বুঝছেন তাতে আমি ধন্য হয়ে গেলাম – আরশি

তাহলে বাবা আর বড়বাবা কই ? আমি তো সকাল থেকে তাদের বাসায় দেখিনি – কথা

তারা তাদের অফিসের নতুন প্রজেক্টের জন্য কি কাজে যেনো গিয়েছে। আমি ঠিক জানিনা। কিন্তু

তারা ঢাকার বাইরে এখন।আসতে নাকি দুইদিন সময় লাগবে – আরশি ও আচ্ছা বুঝলাম – কথাওদের দুইজনের কথোপকথনের মাঝেই রিয়া আরশির ফোনে কল দিল। আরশি কল রিসিভ করে স্পিকারে দিয়ে দিলো।তারপর ওরা আকাশকেও কলে জয়েন করলো,

কালকে সবাই সকাল সকাল আমার বাসায় এসে পরবি কেমন ? – রিয়া

কেন কেন? কালকে আসবো কেন আর কালকে না ক্লাস আছে আমাদের – কথাক্লাসের চিন্তা করা লাগবে না তোদের।আমি উনাকে বলে দিয়েছি উনি প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলে নিবে। আর কালকের দিনটা গেলেই তো পরশুদিন থেকে মেহেদি অনুষ্ঠান শুরু। তারপর দেখতে দেখতে বিয়ে শেষ হয়ে যাবে। তো কালকে সবাই ব্যাগ

গুছিয়ে সকাল সকাল আমার বাসায় চলে আসবি। ঠিক আছে – রিয়া

সব তো ঠিক আছে। কিন্তু রিয়া তুই তো দেখি এখন থেকেই রায়ান ভাইকে উনি উনি করা শুরু করে দিয়েছিস – আকাশএই আকাশ তুই কিন্তু আবার শুরু করছিস। দাঁড়া তোর বিয়ের সময়টা আসতে দে আমিও তোর বউয়ের সাথে এমনি

করবো। তখন বউয়ের সাথে হলে বুঝবি – রিয়া

কিন্তু রিয়া কথাটা কিন্তু আকাশ মন্দ বলেনি। মানে এতদিন তো প্রেম করতি জান বাবু সোনা মনা পুদিনাপাতা ধনেপাতা ছাড়া কথা বলতি না। এখন আবার উনি উনি শুরু করলি কাহিনী কি হুম – কথা

কাহিনী আর কি তুই বিয়ে কর তখন বুঝবি কাহিনী কি। তখন তুই

ও আমার জিজুকে উনি উনিই করবি – আরশি

আরশির কথায় কিন্তু যুক্তি আছে আলু।তুই বিয়ে করে দেখতে পারিস – আকাশআমার বিয়ের আশা তোরা ছাড়। আমার বিয়েতে একটাকেও বলবো না।জামাই আছে আমি আছি আর কাকে লাগে বিয়ে করতে। দুজনে কবুল বলে সাইন করে দিয়ে আসবো। ব্যাস বিয়ে শেষ। শুধু

বিয়ের আগে বাসায় জানাবো যে বিয়ে করব যাতে পরে জুতা আর আমার গাল দূরত্বে অবস্থান করে – কথা

চাচীকে দিয়ে বিশ্বাস নাই।রেগে গেলে কথার ভর্তা বানিয়ে ফেলবে – আরশি

আচ্ছা কালকে সকালে তাহলে আমি আরু আর আলুকে নিয়ে রিয়ার বাসায় যাবো ঠিক আছে – আকাশ

হুম এটাই ভাল হয় – আরশিআচ্ছা ঠিক আছে। টাটা বাই বাই গাইজ। কালকে দেখা হবে – কথা

টাটা – আকাশ

বাই – রিয়া

নিচে থেকে রুহি চৌধুরী ডাকায় কথা আর আরশি নিচে চলে গেলো। নীচে গিয়ে জানতে পারলো দুইদিন পর রূপের বেস্ট ফ্রেন্ডের ছোট বোনের বিয়ে। ওদের সবাইকে

ইনভাইট করে গেছে। কথা বিয়ের কার্ডটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলো তারপর আরশি বললো,

আরশি কার্ডটা দেখ – কথাকেন এই কার্ডে কি আছে? কার্ড দেখে আমি কি করব ?- আরশি

আরে আম্মা তুই আগে কার্ডটা দেখ তারপর কথা বল – কথা

আরশি কার্ডটা হাত নিয়ে দেখলো। তারপর বললো,

ভাইয়া – আরশি

হুম বল – রূপতোর বেস্ট ফ্রেন্ডের বোনের নাম রিয়া খান – আরশি

হুম ও তোদের ভার্সিটিতেই পড়ে আর ওর হবু বর ও তোদের ভার্সিটির টিচার – রূপ

আম্মু , বড়আম্মু – কথা

কি হইছে বল – নীলাতোমাদের মনে আছে আমার আর অরুর বেস্ট ফ্রেন্ড রিয়ার কথা – কথা

হুম। কেন ওর আবার কি হয়েছে ?
– রুহি চৌধুরী
ভাইয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডের বোনই হচ্ছে
রিয়া – আরশি
আচ্ছা এটা তো ভাল খবর। হ্যা
মেয়েটা আমাদের বলেই ছিল ওর
বিয়ের কথা। আমি তো ভুলেই
গিয়েছিলাম – রুহি চৌধুরীআচ্ছা
আম্মু আমি আর কথু কিন্তু কালকে
সকালেই রিয়াদের বাসায় যাব।রিয়া

অনেক জোর করছে।না গেলে আবার ও মন খারাপ করবে – আরশি

হুম যাবি। মেয়েটা কত আশা নিয়ে বলে তোদের। তোরা বান্ধবি তোরা তো সব কিছু আগে আগে থাকবি আর মেয়েটাকে দেখে করবি। বিয়ের সময় একটা মেয়ের উপর দিয়ে যে কি যায় সেটা শুধু সেই বুঝে – রুহি চৌধুরী

ঠিক বলেছো আপু – নীলা চৌধুরী

পরদিন সকালে,ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট শেষ করেই কথা আর অরু ব্যাগ গুছাতে শুরু করলো। তারপর দুজনে সবকিছু ঠিকঠাক করে তৈরি হয়ে নিল রিয়াদের বাসায় যাওয়ার জন্য। আকাশ আসার সাথে সাথে ওরা তিনজন রিয়াদের বাসার উদ্দেশ্য বের হয়ে গেলো।রিয়ার বাসায় পৌঁছাতে

পৌঁছাতে ওদের সাড়ে ১১ টা বেজে যায়। খুব দ্রুতই রিয়ার বাসার সকলের সাথে ওরা তিনজন মিশে যায়।রিয়া,কথা আর আরশি এক রুমে থাকবে। আর আকাশ থাকবে রিয়ার ভাই রিয়াজের সাথে। রুমে এসে ব্যাগ খুলতেই কথা ব্যাগের সবচেয়ে উপরে একটি চিরকুট পায়। চিরকুটটি খুলে দেখে সেখানে লেখা রয়েছে,দূরত্ব টা হয়তো অনেকেই

তৈরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সমস্যা নেই। আমি সব ঠিক করে দিব।আর হ্যা আমি আজকে আসতে পারবো না। কালকে আসবো। বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিস তো সাবধানে থাকিস। আর হ্যা ছেলেদের থেকে সবসময় দূরে থাকবি। আর বেশি সাজগোজের কোনো দরকার নেই। তুই সিম্পেলই থাকবি।আর কোনো ছেলেকে যদি আমি তোর আগেপিছে

ঘুরতে দেখি তো ছেলেটা তো মরবেই সাথে সাথে তোকে ও কিন্তু আমি ছাড় দিবনা। আর এতক্ষণে তো বুঝেই গিয়েছিস আমি তোর রূপ ভাইয়া। ভালো থাকিস। নিজের খেয়াল রাখিস।কথাটা চিরকুট টা পড়ে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ডাস্টবিনে ফেলে দিলো। এসবের এখন তার কাছে কোনো মানে নেই। রূপ ঠিকই বলেছে দূরত্ব টা এখন

অনেকই বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু চাইলেও রূপ এই দূরত্ব দূর করতে পারবেনা।

দেখতে দেখতে রিয়াদের বাড়িতে কথাদের একদিন পার হয়ে গেলো। কথা আকাশ আর আরশির ও রিয়ার কাজিনদের সাথে অনেক ভাব হয়ে গিয়েছে । আজকে রিয়ার মেহেদি অনুষ্ঠান চলছে বাসায়।মেহেদি প্রোগামটা রিয়াদের ড্রইংরুমে করা

হয়েছে। আজকে সবার ড্রেস কোড সবুজ রঙ।আরশি আর কথা আজকে একই রকম থ্রিপিস পরেছে আর আকাশ পরেছে সবুজ রঙের টিশার্ট আর সাথে কালো জিন্স। কথা আর রিয়ার একজন কাজিন রিয়ার দুই হাতে মেহেদি দিয়ে দিচ্ছিলো। এমন সময় বাসায় প্রবেশ করে রূপ। রূপ একা নয় সাথে রয়েছে সেই শপিংমলের মেয়েটি।দেখতে দেখতে

রিয়াদের বাড়িতে কথাদের একদিন পার হয়ে গেলো। কথা আকাশ আর আরশির ও রিয়ার কাজিনদের সাথে অনেক ভাব হয়ে গিয়েছে । আজকে রিয়ার মেহেদি অনুষ্ঠান চলছে বাসায়। মেহেদি প্রোগামটা রিয়াদের ড্রইংরুমে করা হয়েছে। আজকে সবার ড্রেস কোড সবুজ রঙ।আরশি আর কথা আজকে একই রকম থ্রিপিস পরেছে আর আকাশ পরেছে

সবুজ রঙের টিশার্ট আর সাথে কালো জিন্স।কথা আর রিয়ার একজন কাজিন রিয়ার দুই হাতে মেহেদি দিয়ে দিচ্ছিলো। এমন সময় বাসায় প্রবেশ করে রূপ। রূপ একা নয় সাথে রয়েছে সেদিনের সেই মেয়েটি। সাথে রয়েছে আরো একটি ছেলে।সে হচ্ছে রিয়াজ ভাইয়া।এ বাসায় আসার পর রিয়াজ ভাইকে আমি শুধু প্রথম দিনই দেখেছিলাম।

তারপর আর দেখিনি। রিয়া ওদের দেখেই রিয়াজ ভাইকে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো। আর মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলো,কেমন আছো প্রমি আপু আর ভাইয়া আপনি কেমন আছেন ? – রিয়া

হুম ভাল। তুমি কেমন আছো? – রূপ

ভাল – রিয়া

হুম ভাল কিউটিপাই।তোমাকে আজকে খুব কিউট লাগছে – প্রমি

থ্যাংক্স আপি।তোমাকে ও খুব সুন্দর লাগছে – রিয়া

আরশি রূপ ভাইয়াকে দেখে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলতে লাগলো,,কেমন আছো ভাইয়া? – আরশি

ভাল। তুই কেমন আছিস? আর কথা কই ? – রূপ

এই আরু – রিয়া

কি ? – আরশি

রূপ ভাইয়া তোকে আর কথাকে কিভাবে চিনে? – রিয়া

আরে আমার বড়ভাই আমাকে চিনবে না তো কাকে চিনবে হুম ? – আরশি

আরশি তোর বোন লাগে রূপ – রিয়াজহুম আরশি আর রিয়া যে

ফ্রেন্ড এটা আমিও জানতাম না।আমি জেনেছি ২ দিন আগে – রূপ

সবাই একে অপরের সাথে কথা বলায় মেতে উঠেছে। তখনি রূপ ভাইয়া আমার দিকে এগিয়ে আসলো।তারপর বলতে শুরু করলো,

কথা – রূপ

জি ভাইয়া বলো – কথা

কেমন আছিস? – রূপ

ভাল।- কথাআমাকে জিজ্ঞেস করবি না আমি কেমন আছি ? – রূপ

আপনার খারাপ থাকার কোনো কারণ তো আমি দেখছি না।তাই আর জিজ্ঞেস করে কি হবে বলেন – কথা

আমাদের কথার মাঝেই ওই প্রমি নামের মেয়েটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসলো। এসে বলতে শুরু করলো,

হাই কথা কেমন আছো তুমি? – প্রমিজি আমি ভাল আপু। আপনি কেমন আছেন? – কথা

জি আমিও ভাল। তেমার সাথে তো আমার পরিচয় হয়নি। তো আমি আমার পরিচয় দিয়ে দেই কেমন ? আমি হচ্ছি প্রমি খান।রিয়াজ আর আমি কাজিন সাথে বেস্ট ফ্রেন্ড ও। তোমার রূপ ভাইয়া ও আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হয়। আমরা তিনজনে প্রায়

সমবয়সীই। আর দেশের বাইরেও আমরা তিনজন একসাথেই থাকতাম

– প্রমি

ও আচ্ছা আপু – কথাআমাদের কথা বলার মাঝে সেখানে আসে আকাশ। আর আকাশ এসে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে,

আলু – আকাশ

হুম বল – কথা

তুই কিন্তু এখনো মেহেদি দিসনি। এখন চল আমি নিজে তোকে মেহেদী দিয়ে দিব – আকাশ

আচ্ছা চল – কথা

আমি আর আকাশ গিয়ে পাশাপাশি সোফায় বসলাম আকাশ আমার হাতে খুব সুন্দর করে মেহেদী দিয়ে দিল। মেহেদি দেওয়ার শেষে আরশি বললো,বা আকাশ তুই তো খুব সুন্দর করে মেহেদী দিতে পারিস।এ

কথা তো আমি আগে জানতাম না। আগে জানলে মেহেদী দেওয়ার জন্য সবসময় তোর কাছেই আসতাম – আরশি

হুম আসছে মামা বাড়ির আবদার। তুমি আসলা আর আমি মেহেদী দিয়ে দিলাম। আমি শুধু আলুকে মেহেদী দিয়ে দিব বুঝলি – আকাশলাগবেনা আমাকে দিয়ে দেওয়া হুহ।তুই তোর আলু পটল

বেগুনকেই মেহেদী দিয়ে দে – আরশি

আরশির কথা শুনে কথা হেসে দিলাম। তারপর বললো

থাম তোরা । আর আমি একটু রুমে যাচ্ছি।তারাতাড়িই চলে আসবো – কথারুমে যাবার জন্য সিড়ি দিয়ে উপরে উঠার সময়।হঠাৎই আমার মেহেদী দেওয়া হাতটি জেনো কার পাঞ্জাবির উপর পরলো। মাথা তুলে

তাকাতেই দেখি রূপ ভাইয়ার পাঞ্জাবিতেই আমার মেহেদি লেগেছে। এটা দেখে তিনি বললো, কথা, একটু দেখে শুনে চল।দেখ আমার পুরো পাঞ্জাবি টা নষ্ট হয়ে গেলো – রূপ

আমি কিছু বলবো তার আগেই প্রমি নামের মেয়েটা বলে উঠলো,কথা একটু সাবধানে চলাফেরা করো। দেখো তোমার জন্য রূপের এত

সুন্দর আর দামি পাঞ্জাবি টা নষ্ট হয়ে গেলো। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই পাঞ্জাবি টা রূপের জন্য আমি পছন্দ করেছিলাম – প্রমি

থাম প্রমি। অনেক বলে ফেলেছিস। আমার পাঞ্জাবি নষ্ট হয়েছে তাই না। তোর ড্রেস তো আর নষ্ট হয়নি। তো যা বলার আমিই বলি। তুই চুপ থাকলে আমি খুশি হবো। – রূপপ্রমির কথা শুনে কেন জানি

আমার অনেক কান্না পাচ্ছিল। তাই আমি রূপ ভাইয়াকে উদ্দেশ্য করে, সরি ভাইয়া – বলে উপরে রুমে চলে আসি। রুমে এসে ওয়াশরুমে গিয়ে সাথে সাথে মেহেদী ক্লিন করে ফেলি।কিন্তু যা রঙ হওয়ার তা এতক্ষণে হয়ে গিয়েছে। আমি কান্না করতে করতে শাওয়ারের নিচে বসে পরি,প্রমি আপুর পছন্দ করা পাঞ্জাবি পরেছে রূপ ভাইয়া।হুম পরবেই তো

ভালোবাসার মানুষ পছন্দ করে দিয়েছে সে তো পরবেই। কিন্তু কেন জানি আমার অনেক কষ্ট হচ্ছিল। বুকের ভিতর কিছু হারিয়ে ফেলার ভয় হচ্ছিল। কিন্তু যা হারানোর আমি তো তা সেই পাঁচ বছর আগেই হারিয়ে ফেলেছি। ভেবে নিজে একা একাই হাসতে লাগলো কথা।।

তারপর শাওয়ার অফ করে ড্রেস চেঞ্জ করে রুমের বাইরে আসলো

কথা।কান্না করার ফলে তার প্রচুর মাথা ব্যাথা করছিল। তাই একটা মেডিসিন খেয়ে শুয়ে পরলো। কথা শুয়ে পরার কিছুক্ষণ পরই রূপ ঘরে প্রবেশ করলো। এতক্ষণ বাইরে থেকে সে সবই লক্ষ করছিল।তাই কথা ঘুমিয়ে যাওয়ার পর পরই রুমে ঢুকে। যেহেতু সবাই নিচে অনুষ্ঠানে রয়েছে। তো কারোর এইদিকে আসার কথা নয়। রূপ গিয়ে কথার

হাতটা দেখলো। তার মেহেদি দেওয়া হাতে নিজের নামের প্রথম অক্ষর লিখে দিল।এই কারণে সে আসার সময় মেহেদী নিয়ে এসেছিল। তারপর মেহেদি শুকানোর পর সে ওটা ক্লিন করে দিয়ে চলে গেলো। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট করে সবাই যে যার কাজে লেগে পরলো। সন্ধ্যা সময় হলুদের প্রোগ্রাম। কমিউনিটি সেন্টারে

অনুষ্ঠান করা হবে।তাই বাসায় একপ্রকার ঝামেলা নেই বললেই চলে। বাসার ছাদে সবাই যে যার ডান্স প্র্যাকটিস করছে। আমি ছাদে বসে সবাইকে দেখছিলাম। তখনই আমার নজর গেলো আমার হাতের মেহেদীর দিকে। সেখানে ছোট করে একপাশে R লেখা। লেখাটি এমন ভাবে লিখেছে যে কেউ গভীর ভাবে খেয়াল না করলে বুঝবেনা। এই

কাজটি যে রূপ বাইয়ার করা এটা আমি বুঝতে পারলাম। কিন্তু এটা কেন করলো সে? প্রশ্ন টা তাকে তো করতেই হবে। কিন্তু ভাইয়া কই ? ভাইয়াকে খুঁজতে খুঁজতে নিচে চলে আসলাম। কিন্তু পাচ্ছিলাম না। পরে বাসার বাইরে বাগানের সাইটে আসতেই দেখলাম রূপ ভাইয়া প্রমি আপুকে। না কথা আর দেখতে পারলো না।চোখ বন্ধ করে চলে

আসলো সেখান থেকে।চোখের দেখা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। না এভাবে আর চলতে পারে না। কথা তো জানে রূপ ভাইয়া তার না। তাহলে কেন বার বার তার উপর দূর্বল হয়ে পরছে। না আর না। সামলে নিবে সে নিজেকে।শক্ত হতে হবে তাকে।বিকেল ৪ টার দিকে সবাই রেডি হওয়া শুরু করেছে। এখন সন্ধ্যা ৭ টা বাজে ।

বেশিরভাগ মানুষ চলে গিয়েছে। বাসায় আছি এখন আমরা ৪ জন। আমি রূপ ভাইয়া রিয়াজ ভাইয়া আর রিয়া। পার্লারের মেয়েরা রিয়াকে শাড়ি পরিয়ে দিচ্ছে আমি বসে বসে সেটা দেখি। এমন সময় দরজার বাইরে থেকে রিয়াজ ভাইয়া বলে উঠলো,

তোদের কি হয়েছে। – রিয়াজ ভাইয়াভাইয়া তোমরা দুজন গাড়িতে গিয়ে বসো আমরা আসছি – কথা আচ্ছা জলদি আয় – বলে ভাইয়া চলে গেলো।তারপর আমিও রিয়াকে ধরে নিচে নিয়ে গেলাম। গাড়িতে উঠে বসতেই গাড়ি চলতে শুরু করলো। আধা ঘন্টার মত সময় লাগলো কমিউনিটি সেন্টারে পৌঁছাতে। সবাই গাড়ি থেকে নেমে

পরলাম।তারপর ভিতরে চলে গেলাম।রিয়াকে স্টেজে বসিয়ে দিয়ে আমি নামতে যাব তখনি হঠাৎ শাড়িতে বেজে আমি পরে যেতে নেই কিন্তু একজন আমাকে আগলে নেয়।তাকিয়ে দেখিআমিও রিয়াকে ধরে নিচে নিয়ে গেলাম। গাড়িতে উঠে বসতেই গাড়ি চলতে শুরু করলো। আধা ঘন্টার মত সময় লাগলো কমিউনিটি সেন্টারে

পৌঁছাতে। সবাই গাড়ি থেকে নেমে পরলাম।তারপর ভিতরে চলে গেলাম।রিয়াকে স্টেজে বসিয়ে দিয়ে আমি নামতে যাব তখনি হঠাৎ শাড়িতে বেজে আমি পরে যেতে নেই কিন্তু একজন আমাকে আগলে নেয়।তাকিয়ে দেখি আকাশ আমাকে ধরেছে। তারপর আকাশ আমাকে ধরে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতে থাকে,আলু সত্যি তুই এখন

পরে গিয়ে আলু হয়ে গেছিলি। ভাগ্যিস আমি ধরলাম নাহলে কি হতো।শাড়ি সামলাতে পারিস না তো না পরলেই হতো। এখন থেকে সাবধানে হাটবি। আর বেশি ঘুরঘুর করার দরকার নেই। চুপচাপ গিয়ে বসে থাকবি এক জায়গায়। কখন জানি আবার পরে যাস। সবসময় তো আর আমি থাকব না তোকে ধরার জন্য – আকাশ

হইছে এখন থাম। পরে যাইনি এতেই এত বকা আর পরে গেলে তুই আমাকে হয়তো সত্যি আলুর ভর্তা বানিয়ে দিতি – কথাসে আর বলতে। আচ্ছা শোন আন্টিরা এসেছে আর তারা তোকে খুঁজছে। আরশিও তাদের সাথে দেখা করতে গেছে – আকাশ

আচ্ছা ঠিক আছে আমি যাচ্ছি – কথাকথা তারপর তার বাসার সবার

কাছে চলে গেলো। তাদের সাথে কথা বলা শেষে সে রিয়ার কাছে যেতে নিবে তখনি দেখা হয় তার ভার্সিটির এক স্যারের সাথে। সে আর রায়ান ভাইয়া হচ্ছে বেস্ট ফ্রেন্ড। দুজনে একসাথেই টিচার হিসেবে জয়েন করেছে।উনার নাম হচ্ছে আরিয়ান ইসলাম।তো তার সাথে কথা বলতে বলতে উনি আমাকে উনার মায়ের সাথেও

পরিচয় করে দেয়। উনার মা আমাকে আমার আম্মুর কথা জিজ্ঞেস করে আমিও আমার আম্মুর সাথে উনার মাকে পরিচয় করিয়ে দেই। তারপর আমি রিয়ার কাছে চলে যাই আর উনি ও রায়ান ভাইয়ার কাছে চলে যান

অন্য দিকে আরিয়ান স্যারের মা আর কথার মা কথা বলতে থাকে। কিছুসময়ের মধ্যেই তারা নানারকম

গল্প করে ফেলো। এক পর্যায়ে আরিয়ান স্যারের মা বলে উঠে,কিছু মনে না করলে আপা আপনার কাছে আমি একটা প্রস্তাব দিতাম। – স্যারের মা

জি আপু বলো কিসের প্রস্তাব – নীলা চৌধুরী

তোমার মেয়ে কথা আছে না। আমার মেয়েটাকে অনেক পছন্দ হয়েছে। তোমরা যদি রাজি থাকো তো আমি

ওকে আমার ছেলের বউ করতে চাই – স্যারের মা

আপু একমাত্র মেয়ে আমার কথা। এত তারাতাড়ি আমরা ওর বিয়ের ব্যাপারে ভাবছি না। যদি কখনো ভাবি তো আমরা আপনাকে অবশ্যই জানাবো – নীলা চৌধুরীজি – স্যারের মা

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রূপ সব কথা হজম করছে। এই মহিলাকে দেখেই

সে বুঝেছিল এ নিশ্চয়ই বিয়ের প্রস্তাবের কথা বলবে। সে নীলা চৌধুরীর পাশে থেকে উঠে চলে গেলো। রিয়ার পাশে বসে ছিলাম এমন সময় একটা পিচ্চি মেয়ে আমার কাছে এসে আমাকে বললো আমাকে নাকি আমার মা ডাকছে। আমাকে সেন্টারের বাইরে যেতে বলেছে। চারিদিকে তাকিয়ে মাকে না দেখে আমিও বাইরে চলে গেলাম।

কিন্তু বাইরে গিয়ে চারিপাশে খুজে ও মাকে পেলাম না।তাই ফেরত আসতে নিব। তখনি রূপ ভাইয়া এসে আমাকে টেনে তার সাথে নিয়ে যায়।

আরে ভাইয়া কি করছো তুমি ? আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো। ছাড়ো আমাকে। আমি কিন্তু এখন চিৎকার করব – কথাচিৎকার করবি।আচ্ছা কর কিন্তু কেউ তোর

চিৎকার শুনতে পাবেনা।কারণ ভিতরে যে জোড়ে গান বাজছে আর কেউ এ সময় বাইরে ও নেই।- রূপ

আমাকে এখানে কেন নিয়ে আসলা?

– কথা

কথা ছিল কিছু – রূপ

সেটা ভিতরেই বলা যেত। শুধু শুধু এখানে আসার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ভিতরে চল ভিতরে গিয়ে কথা

বলি – কথানা ভিতরে বলা যাবে না।এখানেই বলবো আমি – রূপ

আচ্ছা বলো। কি বলবা তারাতাড়ি বলো – কথা

কেন এত তাড়া কিসের তোর ভিতরে যাওয়ার জন্য – রূপ

আরে রিয়াকে বলে আসিনি আমি।ও হয়তো আমাকে খুঁজবে – কথা

কথা – রূপ

হুম বলো – কথাতুই কি বুঝিস না ভালোবাসি আমি তোকে -রূপ

দেখো ভাইয়া এখন আমার ফান করার কোনো মুড নেই। সিরিয়াসলি বলো কি বলবা নাহলে আমি যাব – কথা

আমি সিরিয়াস কথা।সত্যি আমি তোকে ভালোবাসি – রূপব্যাস অনেক হয়েছে ভাইয়া।অনেক সহ্য করেছি আমি।আর পারবো না আমি

এসব মেনে নিতে। আচ্ছা ভালোবাসেন আমাকে তো গিয়েছিলেন কেন আমাকে ছেড়ে। কোথায় ছিল এই ভালোবাসা যখন আমি ভালোবাসি ভালোবাসি বলে আপনার কাছে যেতাম – কথাদেখ আমি চাইলে ও তোকে তখন এসব কিছু বলতে পারতাম না। কারণ আমি কথা দিয়েছিলাম সবাইকে নিজের পায়ে না দাড়ানো পযন্ত

কখনো তোর কাছে ভালোবাসার দাবি নিয়ে আসবো না। তাই তোকে এক প্রকার ইগনোর করে চলতাম। ওখানে যাওয়ার পর ও সবার সাথে কথা বললেও তোর সাথে কথা বলতাম না। কারণ কথা বললেই মন বলবে দেশে তোর কাছে ফিরে আসতে – রূপহাসালেন মিস্টার রূপ চৌধুরী। আপনি ভাবছেন আমি কিছু জানিনা কিন্তু আমি সব জানি। কিন্তু

আপনি আমার সাথে ভালোবাসার মিথ্যে অভিনয় কেন করছে তা আমি জানিনা – কথা

কি বলছিস কথা ভালোবাসার মিথ্যে অভিনয়।আমি সত্যি তোকে ভালোবাসি – রূপপ্লিজ থামেন।যে মানুষ টা বিদেশে যাওয়ার এক মাস পর তাকে কল করলে তার প্রেমিকা কল রিসিভ করে বলে,

আমি কেন তাদের মধ্যে বাধা হতে চাচ্ছি।কি যোগ্যতা আছে আমার রূপ চৌধুরীর পাশের দাঁড়ানোর। আমি শুধু তার জীবনের একটা উটকো ঝামেলা।সে মানুষ টা অবশ্যই আমাকে ভালোবাসতে পারে না। কখনোই পারে না।আর হ্যা শুনে রাখেন।ঘৃণা করি আপনাকে আমি। আমার মনে আপনার জন্য একটা অনুভূতিই আছে আর সেটা হচ্ছে

ঘৃণার অনুভূতি। বুঝেছেন।- বলে কথা রূপকে পাশ কাটিয়ে ভিতরে চলে গেলো।আর রূপ সেখানে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করলো কথা এসব কি বলে গেলো। রূপের কিছু বোধগম্য হচ্ছে না। কথার কথাগুলো যদি সত্যি হয়। তাহলে অনেক বড় একটা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়ে গিয়েছে তাদের মধ্যে।

অন্য দিকে কথা চলে যাওয়ার সাথে সাথে আরেক জন আড়ালে থেকে বেরিয়ে আসলো। তার মুখে ফুটে উঠেছে বিজয়ের হাসি।সে একা একাই বলতে থাকে,হ্যা পেরেছি আমি। আজকে আমি সফল। কথা আর রূপ আলাদা হয়ে গিয়েছে। মিস্টার রূপ চৌধুরী এখন দেখেন কেমন লাগে। ভালোবাসার মানুষকে হারানোর কষ্টটা আপনি ও একটু

ভোগ করে দেখেন।অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে ১২ টা বেজে যায়।বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে সবাই শুয়ে পরে। সবাই ক্লান্ত আবার কালকে বিয়ে। সকাল থেকেই শুরু হবে বিয়ের অনুষ্ঠান।পরদিন সকালে রিয়ার মা এসে আমাদের সবাইকে জাগিয়ে দিয়ে যায়।সবাই উঠে ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট করে নেই।আজকে ও রিয়াকে সাজাতে পার্লারের লোক

বাসায় আসার কথা। তারা এসে ও পরেছে। সাথে আমি আর অরু ও তৈরি হতে শুরু করে দেই।আজকে আমরা দুজনে একইরকম লেহেঙ্গা পরব।দুজনে একইরকম ভাবে মেকআপ ও করেছি। আমি রেডি হয়ে নিচে আসতেই আকাশের সাথে দেখা। ও আমাকে দেখে বলে উঠে,এই যে মিস। কে আপনি ? – আকাশ

মানে কি আকাশ।তুই কি আমাকে চিনিস না ? – কথা

আরে তুই কি আমার আলু নাকি – আকাশহ ভাই আমিই তোর আলু। কিন্তু তুই এমন করছিস কেন আমাকে কি চিনা যাচ্ছে না নাকি হুম – কথা

না মহারাণি আপনাকে চেনা যাচ্ছে। সেই সাথে অনেক কিউট ও লাগছে। আজকে তো ছেলেরা আপনার থেকে

চোখ ফেরাতে পারবে না – আকাশহইছে তোর থাম এবার আর পাম দিলে আমি ফেটেই যাব – কথা আচ্ছা করব না আর প্রশংসা। এখন বল আরশি কই ? – আকাশ

ও তো রুমে। কেন ওকে আবার কি প্রয়োজন ? – কথা

ওকে গিয়ে বল ওর ভাই ওকে ডাকছে – আকাশ

আচ্ছা ঠিক আছে – কথাআমি রুমে গিয়ে আরশিকে বললাম রূপ ভাইয়া ওকে ডাকছে।আরশি চলে গেলো ভাইয়ার খোঁজে। আরশি খুজতে খুজতে ছাদে গিয়ে রূপ ভাইয়াকে খুঁজে পেলো। তারপর বললো,

তুমি আমাকে খুঁজছিলে ভাইয়া – আরশি

হুম। একটা কথা জানার ছিল – রূপকি কথা ভাইয়া – আরশি

তুই কি সব কিছু জানতি আরশি? –
রূপআমি রুমে গিয়ে আরশিকে বললাম রূপ ভাইয়া ওকে ডাকছে। আরশি চলে গেলো ভাইয়ার খোঁজে। আরশি ছাদে গিয়ে রূপ ভাইয়াকে খুঁজে পেলো। তারপর বললো,
তুমি আমাকে খুঁজছিলে ভাইয়া –
আরশি
হুম। একটা কথা জানার ছিল – রূপ

কি কথা ভাইয়া – আরশিতুই সব জানতি আরশি? – রূপ

মানে কি সব জানবো ভাইয়া – আরশি

আমার আর কথার ব্যাপারে তাই না – রূপ

হুম আমরা সবাই তো জানি এই কথাটা।শুধু মাত্র কথাই জানেনা যে তোমাদের বিয়ে সেই ছোটবেলা

থেকেই ঠিক – আরশিকালকে কথা আমাকে কি বলেছে জানিস – রূপ

কি ? – আরশি

আমার নাকি প্রেমিকা আছে। তার সাথে নাকি ও কলে কথা ও বলেছে। – তারপর একে একে রূপ সবকিছু আরশিকে বলতে লাগলো।

আমার কি মনে হচ্ছে জানো ভাইয়া – আরশি

কি মনে হচ্ছে তোর ? রূপকেউ তো আছে। যে আমাদের অগোচরেই এসব কিছু করছে। সে চাচ্ছে তোমার আর কথার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করতে।তোমাদেরকে আলাদা করে দিতে। আমি পুরোপুরি সিউর না কিন্তু আমার মন বলছে এরকমই কিছু একটা হয়েছে – আরশিহুম এটা আমিও ভেবেছি। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে সবার পিছনে

থেকে এসব গেম খেলছে সে আমাদের খুব পরিচিত কেউ।আর সে আমাকে আর কথাকে হয়তো খুব ভাল করে চেনে – রূপ

কেন তোমার এসব কেন মনে হলো ? – আরশি

আমার কাছে প্রায় দুই তিনমাস পর পর কিছু ছবি পাঠানো হতো। ছবিগুলো বাংলাদেশে থেকে পাঠানো হতো।আর এই কাজে প্রতিবারই

ভিন্ন ভিন্ন সিম কার্ড ব্যবহার করা হতো – রূপ

কিসের ছবি আর কেমন ছবি ভাইয়া ? – আরশিদাড়া তোকে দেখাচ্ছি। – রূপ

তারপর রূপ নিজের ফোন থেকে কিছু ছবি বের করে আরশিকে দেখালো। ছবিগুলো দেখে আরশি ও চমকে গেলো। রূপের উদ্দেশ্য সে বলে উঠলো,

এসব ছবি তোমাকে কে পাঠালো ?

– আরশিএটা জানলেই তো সমস্যার সমাধান হবে। এখন কিভাবে জানবো সেটাই বুঝতে পারছি না ?

– রূপ

খুব বেশি সময় লাগবেনা তাকে ধরতে।সে আমাদের সাথে যেভাবে গেম খেলছে আমরাও ঠিক একই ভাবে তার সাথে গেম খেলব।খেলার

শুরুটা তো সে করেছে সমাপ্তিটা নাহয় আমরাই করব – আরশি

কি বলতে চাচ্ছিস তুই ? – রূপতুমি যা ভাবছো সেটাই। এখন সময় খুব কম। যা করার তারাতাড়ি কর। – আরশি

আচ্ছা আমি আজকেই তার সাথে কথা বলবো – রূপ

আর হ্যা এখন আর কাউকে কিছু জানিয়ে লাভ নেই।আর তুমি কথার

থেকে দূরে থাকো। সে যেভাবে যা চাইছে আমরা ঠিক সেটাই করব। – আরশিকিন্তু আমি হয়তো এখনি বুঝতে পারছি কে এমন করছে – রূপ

তুমি ভুল বুঝছো। ওটা সম্ভব না। কারণ সে এরকম করবেনা।এখন তুমি তার সাথে কথা বলো। সেই আমাদের বলতে পারবে সবকিছু – আরশি

আচ্ছা ঠিক আছে কেউ আবার শুনে ফেলবে। এখন যা নিচে যা – রূপ

আচ্ছা ঠিক আছে – আরশিআরশি চলে যাবার পর রূপ ছাদে থেকে নিচে আসতে যাবে তখনি দেখে দ তাকে দেখে কেউ একজন আড়াল হয়ে গেলো। রূপের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। সে একা একাই বলতে লাগলো,

এখন শুরু হবে খেলা। দেখি কার জয় হয় এই খেলায়। – রূপ বলে নিচে চলে গেলো।কাজি মাত্রই বিয়ে পড়ানো শেষ করলো।চারিদিকে খুশির আমেজ রয়েছে। রিয়া আর রায়ান ভাইয়াকে একসাথে খুব ভাল মানিয়েছে।যেনো মেইড ফর ইচ আদার।দেখতে দেখতে বিদায়ের সময় চলে আসলো। এতক্ষণ যে পরিবেশটা হাসি আনন্দে ভরপুর

ছিল। এখন তার কিছুই নেই। সবকিছু নীরব হয়ে গেছে। শুধু শোনা যাচ্ছে কান্নার শব্দ। মেয়েদের জীবনটাই হয়তো এমন। এতদিন যে বাসায় ছিল। যে বাসায় সে ছোট থেকে বড় হয়েছে।আজকে তাকে সেই বাসা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। আজকে থেকে সে অন্য একটি বাড়ির পুত্রবধূ।সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ।নতুন মানুষ। সবকিছুর

সাথে মানিয়ে নিতে নিতে আবার সবকিছু বদলে যাবে।এটাই হয়তো জীবন।প্রত্যেকটি অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন। একসময় রিয়া আমাদের কাছে আসলো। একসাথে একসাথে আমাকে আকাশকে আর আরশিকে জড়িয়ে ধরলো। আমরা তিনজন ও ওকে জড়িয়ে ধরলাম।হঠাৎই আমার চোখ থেকে ও পানি পরতে শুরু করলো।বিয়ের সময়টা যতটা

আনন্দের বিদায়ের সময়টা তার থেকে অনেক বেশি কষ্টের সময়। তারপর রিয়াজ ভাইয়া আর আকাশ গিয়ে রিয়াকে গাড়িতে উঠিয়ে দিলো। ওদের গাড়ি চলতে শুরু করলো। বিয়ে শেষ। সময় মনে হয় একপলকেই কেটে গেলো। কখন কি হলো বুঝতে পারলাম না। এত তারাতাড়ি কেন সময় চলে যায়। আজকে আমি আর আরশি বাসায়

ফিরে যাবো তাই আন্টির সাথে দেখা করে আমরাও বাসার উদ্দেশ্য বের হয়ে গেলাম।বাবা মা বড়বাবা আর বড়আম্মু এক গাড়িতে। আমি আরশি আর রূপ ভাইয়া এক গাড়িতে। যেহেতু রাত হয়ে গেছে সেকারণে রাস্তায় খুব একটা জ্যাম নেই।রাস্তা একপ্রকার ফাঁকাই বলা চলে। আমাদের আসতে আসতে রাত ১ টা বেজে যায়। বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে

আমি শুয়ে পরি।অনেক ক্লান্ত তার মধ্যে কালকে আবার বউভাতের অনুষ্ঠান ও আছে। এসব ভাবতে ভাবতে কখন আমি ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম জানিনা।হঠাৎ গভীর রাতে হাতে কারোর স্পর্শ পেতেই ঘুম ভেঙে গেলো। আমি বলে উঠলাম,এত রাতে আমার রুমে কেন এসেছো ভাইয়া ? – কথা

তুই জেগে আছিস ? – রূপ

জি এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দাও – কথা

তুই বাচ্চা নস কথা। আর এখন তো সবই জানিস তাই না – রূপ

আমার হাতের মেহেদীতে নিজের নামের প্রথম অক্ষর আপনিই লিখে ছিলেন তাই না ? – কথা

হুম – রূপপ্রতিদিন আমি ঘুমানোর পর আপনি আমার রুমে আসেন তাই না ? – কথা

হুম – রূপ

আপনাকে কিছু কথা বলি। মন দিয়ে শুনবেন আমার কথা গুলো – কথা

কি বলবা বলো – রূপতারপর কথা রূপকে কিছু কথা বললো। সে সব কথা শুনে রূপ উঠে কথার রুমে থেকে চলে গেলো। আর কথা ও আর অন্য কোনো ব্যাপারে কিছু না ভেবে শুয়ে পরলো। সে জানেনা রূপকে ওই কথাগুলো বলা তার

ঠিক ছিল কি না। কিন্তু এর শেষ টা কথা ও দেখতে চায়। এসব আকাশপাতাল চিন্তা ভাবনা করতে করতে কথা আবারো ঘুমিয়ে গেলো। পরদিন সকালে থেকে সবদিনের মতই আবার সবকিছু স্বাভাবিক নিয়মে চলতে লাগলো।সকালে উঠে আমরা ব্রেকফাস্ট করে রেডি হতে লাগলাম।আমি রূপ ভাইয়া আর আরশি এখন যাব। বাকিরা একটু

পরে যাবে। আজকে আমি আর আরশি মেচিং গাউন পরবো।আজকে দুজনে ঠিক একভাবে সেজেছি। তৈরি হয়ে আমার বের হয়ে গেলাম বাসা থেকে। রিয়াদের বাসায় গিয়ে দেখি রিয়াজ ভাইরা মোটামুটি যারা প্রথমে যাবে তারা সবাই তৈরি হয়ে আছে।আমাদের পর পরই আকাশ আসলো। তারপর সবাই রায়ান ভাইয়াদের বাসার উদ্দেশ্য যেতে

লাগলাম। রায়ান ভাইয়ার বাবা আর ভাইয়েরা আমাদের জন্য গেটের কাছে দাড়িয়ে ছিল।আমরা ভিতরে ঢুকতেই রিয়া দৌড়ে এসে প্রথমে রিয়াজ ভাইয়াকে জড়িয়ে ধরে তারপর আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। রিয়াকে কান্না করতে দেখে আকাশ বলে,রিয়ু সেই কালকে থেকে কান্না শুরু করেছিস। তোর জন্য তো এখন রায়ান ভাইয়ার

টিস্যুর ফ্যাক্টরি দেওয়া লাগবে – আকাশ

ওকে জ্বালাচ্ছিস কেনো আকাশ ? – আরশি

না তোরা চিন্তা কর ওর চোখের পানির বন্যায় সবকিছু ভেসে যাচ্ছে তখন কি একটা অবস্থা হবে ভাব – আকাশ

আকাশের লথায় সবাই হেসে দেয়। এমন সময় রূপের ফোনে একজনের

কল আসে। কল রিসিভ করে সে বলতে লাগলো,কি জানতে পারলি ?

– রূপ

-অপাশের ব্যক্তি

ওহহ গ্রেট আমরা তাহলে অর্ধেক সমাধান পেয়ে গিয়েছি সমস্যার –

রূপ

-অপাশের ব্যক্তি

আচ্ছা তুই তাহলে দেখ। আর ওকে সাবধানে রাখিস। শুধুমাত্র ও জানে

কে আছে সবকিছুর পিছনে – রূপরূপের ফোনে একজনের কল আসে। কল রিসিভ করে সে বলতে লাগলো,

কি জানতে পারলি ? – রূপ

-অপাশের ব্যক্তি

ওহহ গ্রেট আমরা তাহলে অর্ধেক সমাধান পেয়ে গিয়েছি সমস্যার – রূপ

-অপাশের ব্যক্তিআচ্ছা তুই তাহলে দেখ। আর ওকে সাবধানে রাখিস। শুধুমাত্র ও জানে কে আছে সবকিছুর পিছনে – রূপ

_অপাশের ব্যক্তি

আচ্ছা আমি আজকে রাতেই রওয়ানা দিব। আর হ্যা সাবধানে থাকিস কেউ যে কিছু না জানতে পারে। কারণ ওরা সর্বদা সব জায়গায় নজর রাখছে যা আমার মনে হচ্ছে। – রূপ

_অপাশের ব্যক্তি

হুম কালকেই জানা আছে এ সবকিছুর পিছনে আসল কালপিট কে। আমার দুজন মানুষের উপর সন্দেহ হচ্ছে ।- রূপ

_ অপাশের ব্যক্তিহুম তুমই যা ভাল বুঝিস কর। আমি এখন ফোন রাখছি।- রূপ

রূপ কল কেটে চলে গেলো আবার ভিতরে। এতক্ষণে বাকি সকলে

এসে পরেছে। আজকে বেশি মানুষ হয়নি। যারা কাছের আত্মীয় তারা আর ফ্রেন্ডরা। আজকে আবার রিয়া আর রায়ান ভাইয়া রিয়াদের বাসায় যাবে। অনুষ্ঠান শেষে তাদের যেতে যেতে ৭ টা বেজে গেলো। তারপর আমরা ও বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম। বাসায় এসে রূপ ভাইয়া তার রুমে চলে গেলো। একটুপর আবার ড্রেস চেঞ্জ করে কই যেন

চলে গেলো।সবাইকে বলে গেলো কাজ আছে। এসে সবাইকে জানাবে কাজের কথা।সবাই ভেবে নিল জরুরি কোনো কাজ তাই কেউ আর সে ব্যাপারে মাথা ঘামালো না। কিন্তু আমার প্রচুর টেনশন হচ্ছিল। বার বার মনে হচ্ছিল খারাপ কিছু হতে যাচ্ছে। এসব ভাবতে ভাবতে এসে শুয়ে পরলাম।কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে গেলাম।ভোরবেলা বাজে

একটা স্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। উঠে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি চারটা বাজে।স্বপ্ন নিয়ে ভাবতে ভাবতে ফজরের নামাজ দিয়ে দিলো। উঠে অযু করে নামাজ পরে নিলাম। তারপর আবার বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম রূপ ভাইয়ার কথা।বাজে স্বপ্ন টা আমি রূপ ভাইয়াকে নিয়েই দেখেছি। তাই চিন্তা আরো বেশি হচ্ছে। অনেক

ভাবার ওর ঠিক করলাম ভাইয়াকে কল দিব।কিন্তু তখন ঘটলো আরেক বিপত্তি।রূপ ভাইয়ার আগের নম্বর আমার কাছে নেই। কারণ আমি ব্লক করে ডিলেট করে দিয়েছিলাম। আর দেশে আসার পর সে নতুন সিম নিয়েছে। কিন্তু সেই নম্বর আমার কাছে নেই। এখন আর কিছু করার নেই।তাই বসে বসে রূপ ভাইয়ার কথা ভাবতে লাগলাম আর মনে মনে

আল্লাহকে বলতে লাগলাম যেন রূপ ভাইয়া ঠিক থাকে।সত্যি এখনো আমি জানিনা।কিন্তু আমার মন বলছে রূপ ভাইয়া মিথ্যা বলছে না। কবে যে এই সত্যি মিথ্যার বেড়াজাল থেকে বের হতে পারবো তা আমি জানিনা।

অন্য দিকে,রূপ সকাল ৫ টায় চট্টগ্রাম এসেছে। এখানে এসে সে সোজা চলে যায় তার ফ্রেন্ড আদ্রর

বাসায়।আদ্র পেশায় একজন পুলিশ অফিসার। কলিং বেল বাজাতেই আদ্র দরজা খুলে দেয়।রূপ আদ্রকে দেখে জড়িয়ে ধরে আদ্রও রূপকে জড়িয়ে ধরে। আদ্র বলতে শুরু করে,

কেমন আছিস ইয়ার ?? – আদ্রএই তো ভালই আছি। তুই বল তোর কি খবর ? – রূপ

এই যে চলছে দিনকাল। এটাই অনেক। কেমন আছি সেটা নিজেও জানিনা – আদ্র

এখনো ভালোবাসিস তাই না – রূপহুম প্রচুর। কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম। তার সাথে।তাকে একটি ছেলেকে জড়িয়ে ধরতে দেখেই আমি ভুল বুঝে নিলাম।সত্যি মিথ্যা যাচাই না করেই সেই দিন মুখে যা এসেছিলো। তাই বলেছিলাম

অরুকে। আজকে সে দূরে। আজকে আর আফসোস ছাড়া কিছু করার নেই। কষ্ট লাগে এটা ভেবেই যে মানুষ টা আমাকে এতো বিশ্বাস করতো। তার বিশ্বাসের মূল্য আমি দিতে পারলাম না। পারলাম না তাকে বিশ্বাস করে তার মুখ থেকে সবকিছু শুনতে। এই যে ভুল করেছি এখন তার ফল ভোগ করছি –

আদ্রআমার বোন কিন্তু এখনো তোকে ভালোবাসে। – রূপ

না রে ও আর আমাকে ভালোবাসে না। আচ্ছা বাদ দে। এখন ভিতরে আয় ফ্রেশ হয়ে কিছু খেয়ে নে তারপর যাই আমরা – আদ্র

আচ্ছা – রূপপ্রায় ঘন্টাখানেক পর আদ্র আর রূপ বাসা থেকে বের হয়ে গেলো। গাড়িতে রূপ ড্রাইভিং করছে

আর আদ্র তার পাশের সিটে বসে আছে। আদ্র বলে উঠলো,

যাই বলিস রূপ আমি বলবো তুই অনেক লাকি – আদ্র

কিভাবে ? – রূপএই যে দেখ যে ছেলেটা তোকে সবসময় ওইসব বাজে পিক পাঠাতো সে চট্রগ্রামেই থাকে।তাই তো এত তারাতাড়ি তাকে খুঁজে পেলাম।আমি তো ভেবে রেখেছিলাম দুইদিন অত্যন্ত লাগবে

তাকে খুজতে। কিন্তু এত জলদি যে পেয়ে যাব ভাবিনি – আদ্র

আচ্ছা আদ্র ছেলেটাকে কি তোর চেনা পরিচিত মনে হচ্ছে – রূপ

না ছেলেটা আমাদের পরিচিত নয়। কিন্তু – আদ্র

কিন্তু কি ? – রূপআমার যতটুকু মনে আছে ছেলেটা আমাদের সাথে একসাথেই কলেজে পড়তো – আদ্র

নাম কি ? – রূপ

মনে নাই ভাই আর ওই ছেলেকে এত মারার পর ও কিছু বলেনি। আমি যা বললাম সবটুকুই আন্দাজে বললাম – আদ্র

ছেলেটার পরিবার সম্পর্কে কিছু জানিস ? – রূপ

আমি ছেলেটার বাবা মা নেই। দুনিয়াতে আপন বলতে শুধু একটা ছোট বোন আছে। এগুলো আমার ভাড়া করা লোকরা বলেছে –

আদ্রআচ্ছা ঠিক আছে। দেখ তোর বলা এড্রেসে আমরা চলে এসেছি। এখন কি নামবো – রূপ

হুম – আদ্র

জায়গাটা শহর থেকে একটু দূরে। পুরো নিরিবিলি পরিবোশ।রাস্তায় একজন মানুষ ও নেই।আদ্র তাকে নিয়ে আসলো একটি পরিত্যক্ত বাসায়।ভিতরে ঢুকে দেখলো তিনজন লোক বসে আছে। আর

একটি ছেলেকে মাঝখানে চেয়ারের সাথে বেধে রাখা হয়েছে। রূপকে দেখেই ছেলেটার মুখে ভয়ের ভাব ফুটে উঠলো। রূপ ও ছেলেটাকে চেনার চেষ্টা করলো। রূপ বললো,সিয়াম তুমি ? তুমি এসব কিছু করেছো। – রূপ

না ভাই বিশ্বাস কর আমি ইচ্ছে করে এসব করিনি।বাধ্য হয়েছিলাম এসব

করতে – সেই ছেলেটি অথাৎ সিয়াম।

মানে কি বলতে চাচ্ছো তুমি ? – আদ্র

আমি বাধ্য হয়েছিলাম এরকম একটা জঘন্য কাজ করতে – সিয়ামকে তোমাকে বাধ্য করেছিল সিয়ান ? – রূপ

আমি বলতে পারবনা এসব কিছু – সিয়াম

সিয়াম ভালো ভাবে বলো। আমাদের খারাপ হতে বাধ্য করো না – আদ্র

আমি পারবনা – সিয়াম

বাসায় যে তোমার ছোট বোন সিয়াম।সে কিন্তু সম্পূর্ণ একা এখন বাসায়।খারাপ কিছু হয়ে যেতে কিন্তু সময় লাগবেনা – আদ্রনা ওর কিছু করবা না।আমি বলছি সবকিছু। কিন্তু ওর যেন কিছু নাহয় তাহলে আমি

বাঁচতে পারবোনা মরে যাব আমি।-সিয়াম

তোমার বোনের কোনো ক্ষতি হবে না।তুমি আমার উপর ভরসা করতে পারো। এখন বলো আমাকে সবকিছু – রূপসকাল ৯ টা মা ডেকে গিয়েছে ব্রেকফাস্টের জন্য। আমি না বলেছি। কিছু ভাল লাগছে না। কেমন অস্থির অস্থির লাগছে। এমন সময় ফোনে একটা মেসেজের নোটিফিকেশন

আসলো।মেসেজ ওপেন করে দেখতে পেলাম।সেখানে লেখা,,
কথা আমি রূপ বলছি। জলদি এই এড্রেস চলে আয় তুই। সময় খুব কম।অনেক বড় একটা সমস্যা হয়ে গিয়েছে। এইটুকুই লেখা ছিলো।এই মেসেজটা দেখে আমি জলদি রেডি হয়ে বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম। যাবার আগে অরুকে বলে এসেছি রূপ ভাইয়ার কাছে যাচ্ছি । ও

যেনো বাসায় সবাইকে সামলে নেয়। ভাইয়ার দেওয়া ঠিকানায় আসতেই কে জানি পিছনে থেকে আমার মুখে একটা রুমাল চেপে ধরলো। আমি অজ্ঞান হয়ে পরে গেলাম সাথে সাথে।

জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে একটি সাজানো গোছানো ঘরে আবিষ্কার করলাম। ধীরে ধীরে সবকিছু চিন্তা করতে লাগলাম।ঘড়ির দিকে

তাকাতেই দেখি ১ টা বাজে। এমন সময় ঘরের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলো একজন মেয়ে আর একজন ছেলেভাইয়ার দেওয়া ঠিকানায় আসতেই কে জানি পিছনে থেকে আমার মুখে একটা রুমাল চেপে ধরলো। আমি অজ্ঞান হয়ে পরে গেলাম সাথে সাথে।জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে একটি সাজানো গোছানো ঘরে আবিষ্কার করলাম।

ধীরে ধীরে সবকিছু চিন্তা করতে লাগলাম।ঘড়ির দিকে তাকাতেই দেখি ১ টা বাজে। এমন সময় ঘরের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলো একজন মেয়ে আর একজন ছেলে। তাদের দেখে আমি প্রচুর অবাক হয়েছি। এটা কিভাবে সম্ভব । আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রমি আপু আর রিয়াজ ভাইয়া। আমি এখনো বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে

এসব।তারমানে কি তারা দুজনই এসব করেছে। আগ্রহ দমিয়ে রাখতে না পেরে বলে উঠলাম,তোমরা এখানে কি করছো ? আমিই বা এখানে কিভাবে আসলাম ? আর রূপ ভাইয়া কোথায় ? – কথা

এত প্রশ্ন একেবারে করলো কোনটা রেখে কোনটার জবাব দিবো বলো তো দেখি – রিয়াজ ভাইয়া

আমি আর কখনো আমার রূপের নাম তোমার মুখে শুনতে চাইনা। ভুলে ও আর কখনো মুখ দিয়ে রূপের নাম উচ্চারণ করো না। নাহলে এর ফল কিন্তু খুব খারাপ হবে। যা তোমার ধারণার বাইরে – প্রমি

ও তাহলে তোমরা দুজনই এসব করেছো তাই না ? – কথা

হ্যা সবকিছু আমরা করেছি। – রিয়াজ ভাইয়াকেন করলে তোমরা এসব ? কি লাভ হলো আমাদের দুজনকে আলাদা করে ? তোমরা না রূপ ভাইয়ার বেস্ট ফ্রেন্ড। বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে কিভাবে পারলে তার সাথে এমনটা করতে। – কথা

কিসের বেস্ট ফ্রেন্ড। কোনো সময়ই ও আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল। ও ছিল শুধু আমার শত্রু।সবসময় সবকিছুতে

আমার থেকে এগিয়ে ছিলো ও। আমি যা চাইতাম তা ও পেয়ে যেতো।কিন্তু এটা তো আমি সবসময় মেনে নিব না।তুমি আমার ভালোবাসা। যেদিন রূপের ফোনে প্রথম তোমার ছবি দেখি। ওইদিনই আমার তোমাকে ভাল লেগে যায়। কিন্তু যখন জানতে পারি রূপ তোমাকে ভালোবাসে। তখনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি। তুমি শুধু আমারি

হবে। ভালোবেসে না হলে জোর করে ছিনিয়ে দিব।কিন্তু তাও তুমি শুধু আমারি হবে – রিয়াজ ভাইয়াআপনার মাথা ঠিক আছে ভাইয়া ? কি আবোলতাবোল বলছেন এসব ? প্রমি আপু তুমি সেই মেয়ে না যে আমার সাথে রূপ ভাইয়ার প্রেমিকা সেজে মিথ্যা কথা বলেছিলে ? – কথা

হুম আমিই সে। আমি জানতাম এমন কিছু করলে তুমি ঠিকই দূরে সরে যাবে আমার আর রূপের লাইফ থেকে।- প্রমিবিদেশ যাবার পর যেদিন রূপের ফোন থেকে কথার কল রিসিভ করা হয়। সেদিন কথা আর প্রমির কথোপকথন –

রূপ ভাইয়া তুমি কেমন আছো। জানো আমি একটু ও ভাল নেই

তোমাকে ছাড়া। তুমি কেনো গেলে আমাকে ছেড়ে রূপ ভাইয়া – কথা
তুমি কথা তাই না।- প্রমি
জি আমি কথা কিন্তু আপনি কে? কথাআমি রূপের গার্লফ্রেন্ড।দেখো তুমি তো জানো রূপ তোমাকে পছন্দ করেনা। তাহলে কেন বার বার ওকে ডিস্টার্ব কর বলো তো ? ও তোমাকে ভালোবাসেনা। এই কথা টা তুমি কেন বুঝতে চাও না ? কিই

বা যোগ্যতা আছে তোমার রূপের পাশে দাঁড়ানোর। দেখো আমি সোজাসুজি ভাবে তোমাকে বলে দিচ্ছি তুমি আর কখনো রূপকে কল করে বিরক্ত করবানা। – প্রমিকথা এ কথা শুনে আর কিছু না ভেবে কল কেটে দিয়ে রূপের নম্বর ব্লক করে দিয়েছিল।তারপর এই পাঁচ বছর আর কোনো যোগাযোগই ছিল না ওদের।পেয়েছিলে কি রূপ

ভাইয়াকে। যাকে পাওয়ার জন্য এসব করলে ? – তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললো কথা

তুমি ওইদিন কথা বলার পর কল লিস্ট থেকে আমি তোমার কল ডিলেট করে দেই। তারপর থেকে তুমি কল করতেনা। রূপ যেন ধীরে ধীরে কেমন একটা হয়ে যাচ্ছিলো।। ওই ঘটনার দুই মাসের মাথায় আমি রূপকে প্রপোজ করি।কিন্তু ও

আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে।দেশে ওর জন্য ওর কথা অপেক্ষা করছে। রূপ তার কথা ছাড়া আর কারোর না। সেদিন আমি অবশ্য আর কিছু বলিনি ওকে। আমরা আবার ফ্রেন্ডের মতই থাকতে শুরু করি।আমি মনে মনে ভাবতে থাকি কিভাবে কি করবো। কিভাবে রূপের মন থেকে কথাকে সরানো যায়।এর মধ্যে আমি আরো একটি কথা জানতে পারি।

সে কথা জানার পর তোমাদের আলাদা করা যেন আমার কাছে আরো সহজ হয়ে উঠে – প্রমিপ্রমি একদিন জানতে পেরে যায় আমি তোমাকে ভালোবাসি।এটা জানার পর প্রমি আর আমি মিলে তোমাদের আলাদা করার জন্য প্ল্যান বানাতে থাকি।অবশেষে আমরা ঠিক করি তোমাদের মাঝে ভুল বুঝাবুঝি তৈরি করে তোমাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি

করব।এতে দেখা যাবে এক পর্যায়ে দুইজন দুইজনকে ভুল বুঝে যাবে। কেউ আর আসল সত্যি জানতে পারবেনা। আর সময় মত প্রমি ও রূপের মনে নিজের জায়গা করে নিবে।যেহেতু প্রমি তোমাকে সেই সব কথা বলে তোমার বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছিল। রূপের সম্পর্কে তোমার মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করেছিল। সেহেতু রূপ তোমাকে কোনো ভাবে

ভুল বুঝলেই আমাদের আর কিছু করতে হবেনা।রূপের থেকে শুনেছিলাম তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড আকাশের কথা।তোমরা নাকি খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড – রিয়াজ ভাইয়া

তাই আমি পরিকল্পনা করি রূপকে বুঝাবো যে তুমি আর আকাশ রিলেশনে আছো। তাই তোমাদের নানারকম পিক এডিট করে রূপকে পাঠাতো হতো। কিন্তু তখন সমস্যা

হয় যে পিকগুলো পাঠাবে কে ? ওখানে থেকে পাঠালে রূপ আমাকে বা রিয়াজকেই সন্দেহ করবে। – প্রমিতাই তখন আমার মনে আসে সিয়ামের কথা।ছেলেটার বাবা মা নেই।অভাবের সংসার।বাসায় শুধু একটা ছোট বোন আছে।আমি সিয়ামের সাথে যোগাযোগ করি। জানতে পারি ওর ছোট বোন অনেক অসুস্থ। ডাক্তার জানিয়েছে ওর

বোনের চিকিৎসা করতে অনেক টাকা লাগবে।তখন আমি সিয়ামকে বলি আমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে।প্রথমে কাজের কথা শুনে সিয়াম রাজি হয়নি।পরে আমি ওকে বুঝাতে থাকি নানাভাবে ওর বোনের কথা বলে ব্ল্যাকমেইল করতে থাকি। অবশেষে ছেলেটা বোনের চিকিৎসা করার টাকার জন্য এ কাজে রাজি হয়।তারপর ও প্রায়ই তোমাকে আর

আকাশকে ফলো করতো। তোমাদের পিক বাজে ভাবে এডিট করে রূপকে পাঠাতো।পিক দেখার পরে যে রূপের মনোভাব কি হতো তা আমরা বুঝতাম না।প্রমি চেষ্টা করতেই থাকে রূপের মনে নিজের জায়গা করার।।সব ঠিকই চলছিল কিন্তু সিয়াম একটা ভুল করে ফেলে। চারদিন আগে ও চিটাগং থেকে তোমার আর আকাশের কিছু

পিক রূপের ফোনে পাঠায়।রূপ ওর বন্ধুকে দিয়ে খোঁজ লাগিয়ে জানতে পারে ওকে কই থেকে ছবি পাঠানো হতো।রূপ কালকে চিটাগং গিয়েছে। সিয়াম অবশ্য এখন মনে হয় ওদের কাছেই আছে – রিয়াজ ভাইয়া

মানুষ কতটা খারাপ হতে পারে আপনাদের না দেখলে কখনো জানতেই পারতাম না।- কথা

নিজের স্বার্থের জন্য কখনো কখনো খারাপ হওয়া লাগে – রিয়াজ ভাইয়াঅনেক কথা হয়েছে। আধা ঘন্টা পর কাজি আসবে। আজকে তোমার আর রিয়াজের বিয়ে হবে এখানে।দুজন মেয়ে এখন তোমার রুমে আসবে।তোমাকে সাজাতে। কোনরকম ঝামেলা করার চেষ্টা করো না এতে কিন্তু তোমারই ক্ষতি হবে। – বলে প্রমি আর রিয়াজ রুমে

থেকে চলে গেলো।অন্য দিকে রুপ আর আদ্র মাত্র ঢাকা এসে পৌঁছালো।রূপ সোজা নিজের বাসায় গেলো আদ্রকে নিয়ে।আরশি দরজা খুলে রূপকে দেখতে পায়। রূপকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠে,

ভাইয়া তুমি এখানে তাহলে কথা কই ? – আরশি

মানে কথা তো বাসায় থাকার কথা। আমি তো মাত্র চিটাগাং থেকে

আসলাম।আমি কিভাবে জানবো কথা কই ? – রূপও তো তোমার সাথেই দেখা করতে গেছে – আরশি

মানে – রূপ

আরশি রূপকে সব ঘটনা বললো। আরশির কথা শুনো রূপ বলে উঠলো,

ওহহ শিট অনেক বড় ভুল করে ফেললাম আমি।পেয়ে ও কি আবার হারিয়ে ফেললাম আমি আমার

কথাকে। #রূপকথার কাহিনী কি তাহলে অসম্পূর্ণই থেকে যাবেওহহ শিট অনেক বড় ভুল করে ফেললাম আমি।পেয়ে ও কি আবার হারিয়ে ফেললাম আমি আমার কথাকে। #রূপকথার কাহিনী কি তাহলে অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।দেখ রূপ এখন ভেঙে পরার সময় না। আমাদের জলদি কথাকে খোঁজা লাগবে।কারণ প্রমি আর রিয়াজ যে

কোনো সময় কথার যে কোনো ক্ষতি করে ফেলতে পারে। কথার জীবনটা এখন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে – আদ্র

আরশি আদ্রকে প্রথমে লক্ষ করেনি। কিন্তু পরিচিত কণ্ঠ শুনে সামনে তাকাতেই আরশি চমকে উঠে। এই মানুষ এখানে কেন। আরশি রূপকে বলে,ভাইয়া উনি এখানে কেন এসেছেন ? – আরশি

দেখো আরু এসব কথা পরে ও বলা যাবে। কিন্তু এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কথাকে খুঁজে বের করা।- আদ্রহুম। আচ্ছা অরু তুই কি জানিস কথা কোথায় গিয়েছে। মানে ওরা ওকে কোন জায়গার এড্রেস দিয়েছিল ? – রূপ

না এটা তো আমাকে বলে নি। মেসেজ পাওয়া মাত্রই তারাহুরো

তারাহুরো করতে করতে ও বের হয়ে যায় – আরশি

রূপ রিয়াজ আর প্রমির ফোন নম্বর দে আমাকে। – আদ্র

ওদের ফোন নম্বর দিয়ে কি হবে ? – আরশিকথাকে যে ওরা কিডন্যাপ করেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। দেখি ওদের লোকেশন হ্যাক করা যায় নাকি – আদ্র

তারপর রূপ আদ্রকে রিয়াজ আর প্রমির নম্বর দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আদ্র খবর পেলো রিয়াজের লোকেশন হ্যাল করা গেছে। ওরা এখন মিরপুর আছে। আদ্র রূপকে গিয়ে বললো,

রূপ আমাদের তারাতাড়ি বের হতে হবে।ওদের এড্রেস পাওয়া গেছে। আমি এখানকার স্থানীয় পুলিশ অফিসারদের সাথে কথা বলে

নিয়েছি। তারা ও বের হয়ে পরেছে হয়তো অলরেডি। আমাদের ও যাওয়া দরকার দ্রুত – আদ্র

আচ্ছা চল।- রূপআমিও যাব তোমাদের সাথে – আরশি

আচ্ছা জলদি আসো – আদ্র

ওরা সবাই মিলে বের হয়ে গেলো পাওয়া ঠিকানার উদ্দেশ্য।

অন্য দিকে,মেয়ে দুইটা আমার রুমে আসার পর। আমাকে কান্না করতে

দেখে ওরা জিজ্ঞেস করছে কান্নার কারণ। ওদের সবকিছু খুলে বলতেই ওরা রাজি হয় যায় আমাকে হেল্প করতে। ওদের মধ্যে একজন বোরকা হিজাব এবং তার সাথে মুখে মাক্স পরা ছিল।উনি আমাকে বলে আমি যেনো উনার ড্রেসগুলো পরে ফেলি জলদি। আর উনি আপাতত বউ সেজে এখানে কথা হয়ে থাকবেন।আমি যেন জলদি অন্য

মেয়েটির সাথে চলে যাই।ওই আপুর ড্রেস পরার পর অন্য আপু আমাকে নিয়ে রুমের বাইরে আসেন।তারপর রিয়াজকে বলে আমার শরীর খারাপ উনি আমাকে এগিয়ে দিয়ে এসে কথাকে সাজিয়ে দিবেন।রিয়াজ বলে আচ্ছা যাও।আসলে রিয়াজ সে ব্যাপারে খুব একটা পাত্তা দেয়নি। ওই আপুটি আমাকে ওই বাসা থেকে একটু দূরে নিয়ে এসে একটা রিক্সা

ঠিক করে দেয় এবং আমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলে। আমি যেন জলদি আমার বাসায় ফিরে যাই।এই বলে উনি আবার রিয়াজদের বাসায় চলে যাই।রিক্সা চলতে শুরু করে। রিক্সায় বসে আমি ভাবতে লাগলাম রিয়াজ আর প্রমির কথা। এরা কত আপন ছিল রূপ ভাইয়ার। অথচ ভাইয়ার পিছন দিয়ে ছুড়িটা ও এরাই মেরেছে। অন্য দিকে এই আপু

দুটো। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা মেয়েকে বাঁচানোর জন্য নিজেদের রিক্সের মধ্যে রাখলো। আসলেই মানুষ চেনা প্রচুর কঠিন কাজ। মূহুর্তের মধ্যেই অপরিচিত মানুষ পরিচিত হয়ে যায়।আবার পরিচিত মানুষ হয়ে যায় অপরিচিত। অর্ধেক রাস্তায় এসে রিক্সায় সমস্যা হওয়ায় আমার নেমে পরতে হয়।এ দিকে আর কোনো গাড়ি পাব না।গাড়ির

জন্য এখন মেইন রোড পার করে অপর পাশে যাওয়া লাগবে। আমি যেই মেইন রোডের মাঝে আসি তখন হঠাৎই একটা গাড়ি এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। আমি দূরে গিয়ে ছিটকে পরি।।ধীরে ধীরে আমি জ্ঞান হারিয়ে অচেতন হয়ে পরলাম।অনেকক্ষণ হয়ে যাওয়ার পর যখন কথাকে সাজানো শেষ হচ্ছিল না তখন প্রমি কথার

রুমে ঢুকে পরে।ভিতরে গিয়ে যখন কথার জায়গায় অন্য একটি মেয়েকে দেখতে পায় তখন প্রমি সব বুঝে যায়।যে কথা পালিয়েছে। প্রমি দৌড়ে গিয়ে রিয়াজের কাছে যায়। রিয়াজকে সবকিছু বলতে।কিন্তু রিয়াজের কাছে গিয়ে প্রমি দ্বিতীয় দফা অবাক হয় কারণ রিয়াজকে পুলিশরা ঘিরে রেখেছে আর তাদের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে রূপ আদ্র আর

আরশি।প্রমিকে দেখে রূপ প্রমির দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রমির গালে ঠাস করে একটা থাপ্পড় দিয়ে বলতে থাকে,,কেন করলি তোরা আমার সাথে এমন।তোরা না আমার কত আপন ছিলি।তাহলে কেন এসব করলি।কি লাভ হল এসব করে তোদের ? কেনো কেনো কেনো বল তোরা – রূপ

আরে ভালোবাসতাম তোকে। কিন্তু তুই আমাকে রিজেক্ট করলি শুধু মাত্র এই কথার জন্য। কি আছে এই কথার মাঝে। ওর থেকে রূপে গুণে সবদিক দিয়ে আমি এগিয়ে। তাহলে বল কেন ভালোবাসলি তুই ওই মেয়েটাকে। কেন আমাকে ভালোবাসলি না? – বলতে বলতে প্রমি কান্না করে দিলোভালো শুধু মাত্র একজনকেই বাসা যায়।

ভালোবাসা হচ্ছে একটা অনুভূতি। যা শুধু মাত্র একজন মানুষের প্রতিই আসে। আজ যদি তোরা এসব না করতে তাহলে এরকম দিন হয়তো আমার কখনো দেখা লাগতো না। কি করে পারলি বন্ধু হয়ে বন্ধুর সাথে বেইমানি করতে।আর রিয়াজ তুই না আমাকে নিজের ভাই ভাবতি। ভাইয়ের সাথে এরকম করতে কি তোর একটু ও বিবেকে বাধেনি –

রূপনা বিশ্বাস কর আমার একটু ও খারাপ লাগেনি।কারণ আমি কথাকে ভালোবাসি – রিয়াজ

কথা শুধু আমাকে ভালোবাসে। বুঝতে পারলি ? – রূপ

যদি মানুষ টাই না থাকে তো ভালোবাসবে কিভাবে ? – প্রমি

কি বলতে চাচ্ছিস তুই প্রমি ? ক্লিয়ার করে বল সবকিছু – আদ্র

কথা পালিয়ে গেছে। পালার্রের ওই মেয়ে দুটো ওকে পালাতে সাহায্য করেছে – প্রমি

অফিসার ওদের ধরে নিয়ে যাও। এরা যেন এদের যোগ্য শাস্তি পায়। কোনো মতেই যেন এরা বাঁচতে না পারে। – আদ্র

আচ্ছা ঠিক আছে আমি সবটা দেখবো। আপনি টেনশন করবেন না। এই তোমরা ওদের নিয়ে যাও

থানায়। আমি একটু পরে আসছি – ওসি সাহেবরিয়াজ আর প্রমিকে অফিসার রা ধরে নিয়ে গেলো। তখনি ওসির ফোনে একটা কল আসে। কল রিসিভ করে ওসি সাহেব বলতে লাগলো,,

আচ্ছা আমি এখনি আসছি – বলে ওসি সাহেব কল কেটে দিল।

খুব বড় একটা গন্ডগোল হয়ে গেছে আদ্র সাহেব – ওসি সাহেব

কি গন্ডগোল হলো আবার ? – আদ্রএখানের মেইন রোডে একটা মেয়ে এক্সিডেন্ট করেছে। অবস্থা নাকি খুব একটা সুবিধার না। আমার মনে হচ্ছে ওটা হয়তো কথা।কারণ আদ্র সাহেব আমাকে কথার যেই ছবি দিয়েছিল। মাত্র কল করা লোকটি ও অনেকটা সেইরকমই বলেছে এক্সিডেন্ট করা মেয়ের কথা – ওসি সাহেব

না এটা কখনো হতে পারে না। আমার কথার কিছু হতে পারে না – রূপওসিসাহেব তারাতাড়ি চলেন এক্সিডেন্ট করা জায়গায় যাব আমরা – আদ্র

এক্সিডেন্ট স্পটে পৌঁছাতেই ওসি এক লোককে জিজ্ঞেস করে এক্সিডেন্ট করা মেয়েকে দেখেছে কি না। লোকটা হ্যা বলতেই ওসি

সাহেব কথার ছবি উনাকে দেখান। ছবি দেখে লোকটি বলে,

হ্যা এই মেয়েটারই এক্সিডেন্ট হয়েছিল।অনেক খারাপ অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। মনে হলো আর বাঁচবে না। অনেক খারাপ লাগছিল মেয়েটার জন্য – লোকটিমেয়েটি কোন হসপিটালে আছে জানেন – আরশি

হুম। একজন লোক মেয়েটিকে ******* এই হসপিটালে নিয়ে গেছে। এর থেকে বেশি আমি আর কিছু জানিনা – লোকটি

আদ্র আমি আমার কথার কাছে যাবো। আমি আমার কথার কাছে নিয়ে চল – রূপ

পরে ওসি সাহেব রূপ আদ্র আর আরশি মিলে হসপিটালে যায়। হসপিটালে গিয়ে তারা আরো একটি

খবর জানতে পারে।যা শুনে রূপ পুরোপুরি ভাবে ভেঙে পরেহসপিটালে এসে ওসি সাহেব এক্সিডেন্টের ব্যাপারে খোজ করতেই জানতে পারে মেয়েটিকে এই হসপিটালেই নিয়ে এসেছিল একটি লোক। কিন্তু হসপিটালের লোক মেয়েটিকে ভর্তি নেয় না। কারণ প্রথমত এটা ছিল এক্সিডেন্ট কেস। আর দ্বিতীয়ত মেয়েটির অবস্থা প্রচুর

খারাপ ছিল। মুখের অনেক অংশ ও কেটে গিয়েছিল। শরীরে তো আরো অনেক ক্ষত ছিল। মেয়েটিকে ভর্তি করলে ও মেয়েটির বাঁচার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তাই তারা মেয়েটিকে ভর্তি নেয় না।তারা না করার পর মেয়েটিকে যে ভদ্রলোক নিয়ে এসেছিল সে নিজের গাড়িতে করে আবার কোথায় জানি নিয়ে চলে যায়।হসপিটালে থেকে সবাই

এইটুকুই জানতে পারে। এসব শুনে রূপ আরো ভেঙে পরে। হঠাৎই রূপ জ্ঞান হারিয়ে পরে যেতে নেয়। আদ্র কোনোরকমে রূপকে ধরে ফেলে। আরশিও কান্না করতে করতে চোখ মুখ লাল করে ফেলেছে। আ্র আরশির কাছে গিয়ে বলো,অরু আআমি বুঝতে পারছি তোমার অনেক খারাপ লাগছে।অনেক কষ্ট হচ্ছে তোমার। কিন্তু এখন আমাদের

রূপকে সামলাতে হবে তাই না। আমি রূপকে হসপিটালে ভর্তি করে দিয়েছি। ডাক্তার বলেছে অতিরিক্ত টেনশনে এমন হয়েছে। আপাতত ওকে একটা ঘুমের ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। ওর জ্ঞান মোটামুটি আরো ১০ ঘন্টা পর ফিরবে।বাসার সবার সাথে ও আমি কথা বলে নিয়েছি। তুমি প্লিজ এখন রূপের

খেয়াল রাখো।আমি ওসি সাহেবের সাথে যাচ্ছি কথার খোঁজে – আদ্র

আচ্ছা ঠিক আছে – আরশিসময় নাকি বাতাসের থেকে তীব্র বেগে ছুটে।হুম কথাটা হয়তো সত্যি। কথার এক্সিডেন্টের ২ সাপ্তাহ হয়ে গেছে। এখনো কথার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। আদ্র আর ওসি সাহেব অনেক খুঁজেছে কথাকে। কিন্তু কোথাও কথার কোনো খবর

পাওয়া যায়নি। সবাই ধরে নিয়েছে কথা মারা গেছে। কারন বেঁচে থাকলে কোনো না কোনো খবর তো কথার পাওয়া যেত।চৌধুরী পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে । পরিবারের সবাই জানি কেমন নীরব হয়ে গিয়েছে। যে চৌধুরী বাড়ি সবসময় হাসি আনন্দে মেতে থাকতো। আজকে সেই চৌধুরী বাড়ির একটি সদস্যের মুখেও হাসির

রেশ নেই।ওইদিন রূপের জ্ঞান ফেরার পর অনেক পাগলামি করেছে কথার কাছে যাওয়ার জন্য। সবাই অনেক কষ্টে তাকে সামলিয়েছে। তার পর থেকে রূপ আরো বেশি গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। কারোর সাথে কোনো কথা বলে না।সারাক্ষণ চুপচাপ নিজের ঘরে থাকে।খাবার ও খায়না ঠিক মতো। হঠাৎ হঠাৎই কথা বলে জোরে চিল্লিয়ে উঠে।

দেখতে দেখতে একটা বছর পার হয়ে গেলো।এ সময়ের মধ্যে অনেক কিছু বদলে গিয়েছে। চৌধুরী পরিবারের সবাই ও নিজেদের সামলে নিয়েছে। আর রূপ এখন অনেক টাই বদলে গিয়েছে। আগের মতো আর কথার জন্য পাগলামি করে না। কেমন জানি অনুভূতি শূন্য মানুষ হয়ে গিয়েছে। রোজ সকালে অফিসে যায়। তারপর রাত ১ টা ২

টা সময় বাসায় ফেরে। কখনো কখনো আবার অফিসেই থেকে যায়। আগের মত কথা ও বলে না কারোর সাথে। রূপের জীবন সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে অফিস টু বাসার মাঝে।যে ছেলেটা সবসময় হাসিখুশি থাকতো। সে ছেলেটা এখন হাসতে ভুলে গিয়েছে। পরিস্থিতি মানুষকে পরিবর্তন করে দেয়। বাস্তবতা মানুষকে সব কিছু মেনে চলা

শিখিয়ে দেয়।রূপের জীবন ও এখন তেমনি হয়ে গিয়েছে। যে ছেলে সবসময় গোছালো পরিপূর্ণ থাকতো। সে ছেলে সম্পূর্ণ অগোছালো হয়ে গিয়েছে। কেমনই জানি এলোমেলো হয়ে গিয়েছে তার জীবন।অফিসে নিজের কেবিনের বেলকনিতে দাঁড়িয়ে রূপ অতীতের কথাগুলো ভাবছিল।ভাবতে ভাবত সে আপন মনেই বলে উঠে,

যে দিন যায় ভালোই যায়।চাইলে ও আর সেদিন ফিরে পাওয়া যায় না। হুম সত্যিই তো চাইলেও হয়তো আর কখনো আমি আমার কথা রাণীকে ফেরত পাবোনা।আর কখনো তার ভালোবাসা ফিরে পাবনা।আচ্ছা কথা রাণী কেনো তুমি আমাদের #রূপকথার গল্প অসম্পূর্ণ রেখে চলে গেলে। কেন চলে গেলো তোমার রূপকে ফেলে। জানো আমি না

ভালো নেই তোমাকে ছাড়া।আমি একটু ও ভাল নেই কথা। তোমার রূপ কখনো ভাল থাকতে পারেনা তোমাকে ছাড়া।ফিরো এসো প্লিজ। আর কখনো কষ্ট পেতে দিবনা কথা। – রূপের কথার মাঝেই কে যেন কেবিনের দরজার নক করে। রূপ বলে উঠে,কে ? – রূপ

স্যার আমি রাহুল – রূপের এসিস্ট্যান্ট রাহুল বলে

ভিতরে এসো – রূপ

জি স্যার। আসলে স্যার খান কোম্পানি যে আমাদের সাথে একটা ডিল করতে চাচ্ছে।যেটার কথা আপনাকে আমি কিছুদিন আগে বলেছিলাম। – রাহুল

হুম তো কি হয়েছে ? – রূপস্যার

তাদের মেইন বিজনেস হচ্ছে আমেরিকায়। তারা চাচ্ছেন আমরা যেন ওখানে তাদের অফিসে গিয়ে

সব দেখেশুনে তাদের সাথে ডিল টা ফাইনাল করি – রাহুল

আমি যেতে পারব না। তুমি চলে যাও। গিয়ে সবকিছু দেখে ঠিক মনে হলে। ডিল ফাইনাল করে আসো। – রূপ

না স্যার এটা তো মেইন প্রজেক্ট তো মিটিং এ আপনার তো উপস্থিত থাকা লাগবে – রাহুল

আমি যেতে পারবো না রাহুল।তুমি তাহলে তাদের না বলে দাও – রূপস্যার এই প্রজেক্টে কাজ করলে আমাদের কোম্পানির ৬০% লাভ আছে। এই ডিল টা হাতছাড়া করলে খুব বড় একটা লস হয়ে যাবে। এক বার ভেবে দেখেন দুই দিনের ব্যাপার। যদি যেতে পারেন তো আমাদেরই লাভ – রাহুল

রূপ কিছুক্ষণ চুপ থেকে ভেবে নিলো। তারপর বলে উঠে,

আচ্ছা ঠিক আছে। আমি যাব। তুমি তাদের বলো আমরা আসবো। – রূপ

জি স্যার। আর তারা জিজ্ঞেস করেছিল কবে যাবেন আর মিটিংয়ের ডেট কবে দিবে ? – রাহুলআজকে তো ১৮ তারিখ। তুমি তাদের বলো আমরা কাল আসবো। তারপর দিন

তাদের সবকিছু দেখে শুনে।২১ তারিখে মিটিং করে সবকিছু ফাইনাল করবো – রূপ

আচ্ছা স্যার ঠিক আছে। – রাহুল।

আর রাহুল তুমি কালকের দুটো টিকিট কেটে ফেলো। পরে এসে আমাকে টাইম বলে দিও – রূপ

ওকে স্যার – বলে রাহুল চলে গেল। অন্য দিকে রূপ অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলো বাসায়

আসার জন্য। কালকে যেহেতু যাবে তো আজকে বাসায় গিয়ে সবকিছু গুছিয়ে নিতে হবে। কিছু মাস আগেই আমান চৌধুরী আর আরাফ চৌধুরী অফিসের সব দায়িত্ব রূপকে বুঝিয়ে দিয়েছে।তারা এখন বাসায়ই থাকে। পুরো অফিসের দায়িত্ব এখন রূপের উপর। এটা অবশ্য তারা এই জন্যই করেছিল যাতে রূপ অত্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকে। আর সবকিছু

থেকে একটু দূরে থাকে।কারণ বাসার সব মানুষ জানে রূপ কথাকে কত ভালোবাসে সেই ছোট বেলা থেকেই।বাসায় আসার পর ড্রাইভার গাড়ি থামাতেই রূপ গাড়ি এসে থেকে নেমে বাসার ভিতরে চলে আসলো। রূপকে এ সময় বাসায় দেখে নীলা চৌধুরী বললো,,বাবা তুই ঠিক আছিস ? – নীলা চৌধুরী

জি ছোট আম্মু – রূপ

হঠাৎ এ সময় বাসায় তুই কি মনে করে ? – রুহি চৌধুরী

বাবা অফিসে সব ঠিক আছে তো ? – আমান চৌধুরী

হুম সবকিছু ঠিক আছে। আসলে বাবা কালকে আমাকে আর রাহুল দুই তিন দিনের জন্য আমেরিকা যেতে হবে – রূপকেন ? ওখানে কি কোনো নতুন ডিল করতে হবে নাকি ? – আরাফ চৌধুরী

হুম খান গ্রুপের সাথে ডিল আছে। এই জন্যই আসছি বাসায় – রূপ

আচ্ছা ঠিক আছে – আমান চৌধুরীপরদিন সকাল এগারো টায় রূপ আর রাহুল বাসা থেকে রওয়ানা দেয় এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্য। ১২ টায় তাদের প্ল্যান।এয়ারপোর্টে এসে সব ফর্মালিটি শেষ করে তারা প্ল্যানে গিয়ে বসে।প্ল্যান ও উড়তে শুরু করে নিজ গন্তব্যে। আমেরিকায়

প্ল্যান ল্যান্ড করতেই সবাই ধীরে ধীরে প্ল্যান থেকে নেমে আসে। এয়ারপোর্টে থেকে বের হয়ে রূপ আর রাহুল রওয়ানা দেয় হোটেলের উদ্দেশ্য।রাহুল আগে থেকেই তাদের থাকার জন্য এখানের সেরা একটা হোটেলে দুটি রুম বুক করে রেখেছে।হোটেলে এসে ফ্রেশ হয়ে রাহুল আর রূপ শুয়ে পরে।পরদিন সকাল ব্রেকফাস্ট শেষে দুজন বের

হয় খান কোম্পানিতে আসার উদ্দেশ্য। রূপ আর রাহুল পৌঁছাতেই তাদের সাদরে গ্রহণ করে এই গ্রুপের মালিকের ছেলে জায়ান খান। তারপর তারা পুরো অফিস ঘুরে দেখে আর ডিলের ব্যাপারে ও নিজেদের মধ্যে কথা বলে নেয়। সবকিছু দেখে রূপ রাজি হয়ে যায় ডিল করতে।সবাই ডিল ফাইনাল করতে মিটিং রুমে আসে।তখনি

মিটিং রুমের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে একজন বলতে লাগে,ওহহ সরি সরি আমার জন্য আপনাদের ওয়েট করা লাগছে। এখন আমি এসে পরেছি। তো মিটিং শুরু করা যাক – ভেতরে প্রবেশ করা মেয়েটি বলে উঠে।

হঠাৎই মিটিং রুমে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠে রোদ।মিটিং রুমের

দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে একজন বলতে লাগে,

ওহহ সরি সরি আমার জন্য আপনাদের ওয়েট করা লাগছে। এখন আমি এসে পরেছি। তো মিটিং শুরু করা যাক – ভেতরে প্রবেশ করা মেয়েটি বলে উঠে।হঠাৎই মিটিং রুমে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠে রোদ। কথার কণ্ঠস্বরের মতো পুরো।রূপের মুখে হাসি ফুটে

উঠে। সামনে তাকাতেই রূপ চমকে উঠে। হ্যা রূপের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কথা। রূপ এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না। কথা, কথা এখানে কি ভাবে। আচ্ছা কথার এখানে থাকার কারণ কি ? আর এখানে থাকলে কথা একদিন ও আমাদের কারোর খোঁজ নেই নাই কেন ? যোগাযোগ করেনি কেন আমাদের সাথে ?রূপের মাথায় এক

ঝাঁক চিন্তা এসে বাসা বেধে বসলো। তখনি জায়ান খান তাদের সাথে কথার পরিচয় করিয়ে দিলো। জায়ান বললো,,

এই যে এটা হচ্ছে আমার ছোট বোন।জারা খান। ও এখন পড়াশোনার পাশাপাশি বিজনেস জয়েন করেছে আমাদের। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব মিটিং আর

প্রজেক্টের কন্ট্রাক্ট এসবকিছুই জারা করে – জায়ান খান

রূপ বুঝলো এখানে এসব ব্যাপারে কথা বললে শুধু শুধু সিনক্রিয়েট আর একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যাবে।যা করা লাগবে। সবকিছু ধীরে ধীরে ভেবে চিন্তে করতে হবে। একটা ভুল পদক্ষেপ নিলেই হয়তো সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। তাই রূপ

আপাতত কিছু করবে না।তো এখন আমরা মিটিং টা শুরু করি – রাহুল

হ্যা অবশ্যই – জারা

তারপর জারা প্রজেক্ট সম্পর্কে সবকিছু বলা শুরু করলো। রূপ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কথার দিকে। সত্যি ও খুব সুন্দর আর সুস্পষ্ট করে সবকিছু বুঝিয়ে বলছে। রূপ বুঝতে পারলো এই অল্প সময়েই জারা বেশ অভিজ্ঞ হয়ে গিয়েছে এসব ব্যাপারে।

তো আশা করি আপনারা সবকিছু বুঝেছেন। আর এই ডিলের আসল কারণ হচ্ছে আমার আব্বু আম্মু এখন বিডিতে যেতে চায়।সেখানে থাকতে চায়।তাই আমি আর ভাইয়া ঠিক করেছি আমাদের মেইন অফিস ওখানেই ট্রান্সফার করবো। আর এখানে জাস্ট আমাদের অফিসের একটা পার্ট থাকবে। বিডিতে যেহেতু যাব তো আমরা একটা ডিল আগেই

ফাইনাল করে রাখতে চাচ্ছি।এখন আপনারা আপনাদের মতামত দেন – জারাআমি রাজি।ডিল ফাইনাল – রূপ

থ্যাংক্স মিস্টার – জারা

তারপর তারা ডিল ফাইনাল করে সবরকম ফর্মালিটি শেষ করে মিটিং রুমের বাইরে চলে আসলো । রূপ জায়ানের কাছে গিয়ে জায়ানের উদ্দেশ্য বললো,

ডিল তো ফাইনাল হয়ে গেলো।এখন আমরা আসি। কালকে আবার আসবো অফিসে কেমন – রূপ

জি অবশ্যই ডিল যখন ফাইনাল। তখন তো আসা যাওয়া হবেই। কিন্তু আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে আপনার কাছে – জায়ান খানজি

বলো কি রিকোয়েস্ট – রূপ

আমি আপনাকে আজকে রাতে ডিনারের জন্য আমার বাসায়

ইনভাইট করলাম।আপনারা আসলে খুব খুশি হবো। আপনারা দুজন প্লিজ রাতে আমাদের ফ্যামেলিকে জয়েন করবেন – জায়ান খান

অবশ্যই আসবো – রূপ

আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিবো। ড্রাইভার আপনার বাসার নিচেই থাকবে। কোনো সমস্যা নেই – জায়ান খান

ওকে। এখন হোটেলে ফিরতে হবে। রাতে দেখা হবে – রূপ

জি – জায়ান খানতারপর রূপ আর রাহুল অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলো। রূপের মুখে রয়েছে হাসি। সে এমনটাই চাচ্ছিল। কথার বাসা গিয়ে ওর বাবা মার সাথে কথা বললেই জানা যাবে কথাই জারা নাকি দুজন ভিন্ন। এসব ভাবছে আর একা একাই হাসছে। রাহুল অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রূপের দিকে। আজকে রূপের প্রত্যেক টি আচরণ

রাহুলকে অবাক করে দিচ্ছে।রূপ অফিসের বস হয়ে জয়েন করার পর থেকে রাহুল রূপের এসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করছে।এতদিনে আজ সে প্রথম রূপের মুখে হাসি দেখলো। সত্যি মানুষ টা যতটা না সুন্দর তার থেকে অধিক সুন্দর হচ্ছে তার হাসিটা।সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছে রাহুল এটা ভেবে যে তার স্যার কারোর ইনভাইট

একসেপ্ট করেছে।যতগুলো ডিল এর আগে রূপ করেছে সবগুলোর ক্ষেত্রে সে কোনো না কোনো অযুহাত দেখিয়ে এসব থেকে দূরে থাকতো। অনেক বলে ও তাকে রাজি করানো যেতো না।আর আজকে প্রথম বার বলাতেই রাজি হয়ে গেলো।রাত ৮ টা বাজে। জায়ানের পাঠানো গাড়িতে করে রূপ আর রাহুল রওয়ানা দিয়েছে জায়ানদের বাসার উদ্দেশ্য।

তার মনে প্রচুর আগ্রহ কাজ করছে সবকিছু জানার। রূপদের হোটেলে থেকে জায়ানদের বাসায় পৌছাতে প্রায় এক ঘন্টা সময় লেগেছে রূপদের। গাড়ি থেকে নামতেই মিস্টার জুয়েল খান আর জায়ান তাদের দিকে এগিয়ে আসে। রূপ তাদের জন্য নিয়ে আসা গিফটগুলো দিতেই জুয়েল খান বলে,

এসবের কি দরকার ছিল বলো তো বাবা।তোমরা এসেছো এতেই আমি অনেক খুশি।চলো বাসার ভেতরে চলো – জুয়েল খানসবাই বাসার ভেতরে যায়। তারপর সবাই গল্প করতে থাকে নানান ব্যাপারে। তারপর জুয়েল খানের বউ কিচেনে চলে যায় ডিনার রেডি করে টেবিলে আনার জন্য। জারা ও উনাকে হেল্প করতে যায়।আর জায়ানের ফোনে

কল আসায় জায়ান বাইরে চলে যায়।তখন রূপ জুয়েল খানকে উদ্দেশ্য করে বলে,

আঙ্কেল আপনার সাথে আমার কিছু কথা ছিল – রূপ

হ্যা বল – জুয়েল খাননা আঙ্কেল একটু আলাদা কথা বললে ভাল হতো – রূপ

আচ্ছা তুমি আমার সাথে আসো – জুয়েল খান

তারপর তিনি রূপকে তার রুমে নিয়ে আসে। রুমে এসে রূপ বলতে শুরু করে,

আঙ্কেল জারা কে ? – রূপ

মানে জারা আমার মেয়ে। ও না তোমার সাথে অফিসে পরিচিত হয়েছিল – জুয়েল খান

না আঙ্কেল আমি তা বলছি না। আমি বলতে চাচ্ছি জারা কি সত্যি

আপনার মেয়ে নাকি অন্য কিছু – রূপ

কি বলতে চাচ্ছো তুমি ? – জুয়েল খানআঙ্কেল আমার কথা খারাপ ভাব্বেন না।দাঁড়ান আপনাকে আমি কিছু ছবি দেখাচ্ছি – বলে রূপ নিজের ফোনে থেকে তার আর কথার কিছু ছবি দেখালো।

আঙ্কেল এ হচ্ছে কথা। আমার ভালোবাসার মানুষ। এক বছর আগে

একটা এক্সিডেন্ট করে সে তারপর আমি তাকে হারিয়ে ফেলি। আর খুঁজে পায়নি তাকে। আর জারা তো সম্পূর্ণ – রূপকে বলতে না দিয়ে জুয়েল খান বলে উঠে,

হ্যা জারা সম্পূর্ণ কথার মত দেখতে। মানুষ যখন একটাই তাহলে ভিন্ন দেখতে কি ভাবে হবে বলো।জারাই কথা।এক বছর আগে আমার গাড়ির সাথেই ওর এক্সিডেন্ট হয়।তারপর

অনেক হসপিটাল ঘুরে ও ওকে ভর্তি করাতে পারিনি।তাই এখানে আমার পরিবারের কাছে নিয়ে আসি। এখানেই ওর সম্পূর্ণ চিকিৎসা হয়। ও ঠিক তো হয় কিন্তু ওর স্মৃতি শক্তি হারিয়ে ফেলে।এখানের অনেক নামকরা ডাক্তার দেখিয়েছি আমরা। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।ওর অতীত ওর মেমোরি থেকে হারিয়ে গিয়েছে। এসব আর কখনো ও মনে করতে

পারবেনা। ওকে পাওয়ার পর থেকে শেষ পযন্ত সবকিছুই কথা জানে। ও যেহেতু কিছু মনে করতে পাচ্ছিল না তাই আমার স্ত্রী ওর নাম দেয় জারা। সেই থেকে ও আমাদের মেয়ে হয়ে আমাদের সাথেই থাকে।- জুয়েল খানতারপর জুয়েল খানের সাথে আরো কিছু কথা বলে রূপ চলে আসে। এর দুদিন পর সব কাজ শেষ করে রূপ আর রাহুল দেশে

চলে আসে। রূপ দেশে এসে সবাইকে সবকিছু জানায়। তার এক সাপ্তাহের মাথায় জুয়েল খানের পুরো পরিবার দেশে চলে আসে। জুয়েল খান ও উনার পরিবার আর কথাকে ওর অতীতের সবকিছু জানায়। দুই পরিবার কথা বলে ঠিক করে রূপ কথা এবং আদ্র আর আরশির বিয়ে একসাথেই হবে।দেখতে দেখতে বিয়েটা সম্পূর্ণ হয়ে যায় তাদের।

বাসর ঘরে প্রবেশ করে রূপ দেখে কথা বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আছে। রূপ তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার পাশে দাড়ায়।কথা তাকে দেখে বলে উঠে,

অতীত আমি জেনেছি। কিন্তু তা আমি কখনো মনে করতে পারবনা। এটা আপনি জানেন।কিন্তু আমি চাই বাকিটা জীবন আপনার সাথে রূপের কথা হয়ে কাটিয়ে দিতে -কথা

রূপ কথাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠে,আজ অবশেষে এতকিছুর পর #রূপকথার কাহিনি পূর্ণতা পেলো। কথা দিলাম সবসময় পাশে থাকব। সমাপ্তি??(সরি আগামি পর্বে ভুলে রূপের জায়গায় রোদ লিখেছিলাম।)

(গল্পটার সমাপ্তি হয়ে গেলো?। এতদিন পাশে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ । আজকে সবাই গল্প নিয়ে গঠনমূলক কমেন্ট করবেন এবং

আমার ভুলগুলো আমাকে ধরিয়ে দিবেন। আবারো ফিরে আসবো নতুন গল্প নিয়ে। আগামিতে ও আপনাদের এরকম সার্পোট আশা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে)